CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 July, 2024 ■ আগরতলা ৩১ জুলাই ২০২৪ ইং ■ ১৫ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শোকপ্রকাশ মোদী, রাহুলের

কেরলের ওয়ানাডে ভূমিধসে মৃত্যু ৮৪ আহত বহু, আরও প্রাণহানীর শঙ্কা

ওয়ানাড, ৩০ জুলাই (হি.স.)।। প্রবল বৃষ্টিতে ভয়াবহ ভূমিধস। কেরলের ওয়ানাডের মেপ্পাডির কাছে পাহাড়ি এলাকায় ধস নেমে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৮৪ জনের। জখম হয়েছেন কমপক্ষে ১১৬ জন। এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে ২৫০ জনকে। ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও অনেকে আটকে থাকতে পারেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে একটি সেতু। গোটা এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তলিয়ে গিয়েছে বহু ঘর-বাড়ি।কেরল সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভূমিধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৪। জনগণকে উদ্ধারের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টা করা হচ্ছে। আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করা হয়েছে। উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে কেরলের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, এনডিআরএফ এবং সেনা জওয়ানরা। এসেছে বায়ুসেনাও। ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে বায়ুসেনার হেলিকপ্টার, এমআই ১৭ ও একটি এএলএইচ। নৌসেনাকেও উদ্ধারকাজে লাগানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেরলের মন্ত্রী বীনা জর্জ। ধ্বংসস্তূপে কেউ চাপা পড়ে রয়েছে কিনা সেই বিষয়ে জানতে স্নিফার ডগ ও ড্রোনের সাহায্য নিচ্ছে কেরল পুলিশ। তবে প্রবল বৃষ্টির জেরে বারবার ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ।

কেরলের ওয়ানাডে ভয়াবহ ভূমিধসে প্রাণ হারালেন ৪ জন। এছাড়াও কমপক্ষে ৪৮ জন মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভূমিধসে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকব্যক্ত করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও। প্রবল বৃষ্টির জেরে মঙ্গলবার ভোররাতে ওয়ানাডে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন একটি কন্টোল রুম খুলেছে এবং জরুরি সহায়তার জন্য হেল্পলাইন নম্বর ৯৬৫৬৯৩৮৬৮৯ এবং ৮০৮৬০১০৮৩৩ জারি করেছে।কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জ বলেছেন, ভাইথিরি, কলপাট্টা, মেপ্পাদি এবং মানন্তবাদী হাসপাতাল-সহ সমস্ত হাসপাতাল প্রস্তুত রয়েছে। সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা রাতেই সেবার জন্য পৌঁছেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ভূমিধসের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে নিহতদের পরিজনদের ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী তাঁর এক্সএ হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চক্রধরপুরে লাইনচ্যুত মুম্বাইগামী ১২৮১০ এক্সপ্রেস, মৃত ২ আহত ২০

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.)।। ফের রেল দুর্ঘটনা! এবার ঝাড়খণ্ডে লাইনচ্যুত হয়ে গেল হাওড়া থেকে মুম্বইগামী ১২৮১০ হাওড়া-সিএসএমটি (শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস) এক্সপ্রেস। ভারতীয় রেল জানিয়েছে, ট্রেন নম্বর ১২৮১০ হাওড়া-সিএসএমটি এক্সপ্রেস চক্রধরপুর ডিভিশনের রাজখরসওয়ান পশ্চিম আউটার এবং বারাবাম্বুর মাঝে চক্রধরপুরের কাছে লাইনচ্যুত হয়েছে। প্রায় ১৮টি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।এই ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু''জনের এবং আহত হয়েছে অন্ততপক্ষে ২০ জন। মৃতদের মধ্যে একজন বি৪ কামরায় ছিলেন। সূত্রের খবর, আগে বেলাইন হওয়া একটি মালগাড়ির কয়েকটি বগি রেললাইনের ওপরে পড়ে ছিল। ওই বগিগুলির সঙ্গে ধাক্কা লেগেই মুম্বইগামী হাওড়া-সিএসএমটি এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়ে যায়। মঙ্গলবার ভোর ৩.৪৫ মিনিট নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। যে ১৮টি কামরা বেলাইন হয়েছে, তার মধ্যে ১৬টিই যাত্রিবাহী কামরা। বাকি দু'টির মধ্যে একটি ট্রেনের বিদ্যুৎ সংযোগের কামরা এবং অন্যটি প্যান্ট্রি কার। দুর্ঘটনাস্থল থেকে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে চক্রধরপুরে পাঠানো

হয়েছে চিকিৎসার জন্য। কী ভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে রেলের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, যে জায়গায় মুম্বইগামী ট্রেনটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে, তার কাছেই একটি মালগাড়িও বেলাইন হয়েছে। তবে এই দু'টি দুর্ঘটনার মধ্যে কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি। ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। রেলের পক্ষ থেকে চালু হওয়া নম্বর গুলি হল : টাটানগর : ০৬৫৭২২৯০৩২৪, হাওড়া : ৯৪৩৩৩৫৭৯২০ ও ০৩৩২৬৩৮২২১৭, মুম্বই : ০২২-২২৬৯৪০৪০।

ঝাড়খণ্ডে ট্রেন দুর্ঘটনার জেরে প্রভাব পড়ল রেল পরিষেবায়। হাওড়া স্টেশন থেকে বাতিল করা হয়েছে একাধিক এক্সপ্রেস। অনেক ট্রেনের যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাত্রী সুবিধার্থে হেল্প ডেস্ক খুলেছে রেল। মঙ্গলবার ভোরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের চক্রধরপুর ডিভিশনের বারাবাম্বু স্টেশনের কাছে হাওড়া থেকে মুম্বইগামী হাওড়া-সিএসএমটি এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়। এই ঘটনার প্রভাব পড়ল ট্রেন চলাচলের উপর। ওই লাইনে যাতায়াতকারী একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। একইসঙ্গে, যাত্রীদের সুবিধার্থে হাওড়া স্টেশনে খোলা হয়েছে হেল্প ডেস্ক। মঙ্গলবার সকালে হাওড়া থেকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল হাওড়া-কাঁটাবাঁজি এক্সপ্রেস এবং হাওড়া-বারবিল জনশতাব্দী এক্সপ্রেস। দু'টো ট্রেনই বাতিল করা হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে খড়গপুর-ঝাড়গ্রাম-ধানবাদ এক্সপ্রেস, ১৮১০৯ টাটানগর-ইটওয়ারি এক্সপ্রেস এবং ১৮০৩০ শালিমার-এলটিটি এক্সপ্রেস। এছাড়াও, বেশ কিছু দূরপাল্লার ট্রেন নির্ধারিত সময়ের অনেক দেরিতে ছাড়বে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি ডাউন গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, আহমেদাবাদ এক্সপ্রেস-সহ একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং শিশুবিহার এলাকাতে নিজ ঘরেই এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য।

জানা গেছে, অনেক আগেই সুস্মিতার মা মারা গেছে। বর্তমানে সুস্মিতা তার বাবা এবং ছোট বোন সহ থাকত। জানা গেছে, এক সময় সুস্মিতার বাবা বিশু দাস কর্মসূত্রে বহিঃ রাজ্যে থাকলেও বর্তমানে তেলিয়ামুড়াতেই রাজমিস্ত্রির কাজের সাথে যুক্ত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরের দিকে হঠাৎ করে বাড়ির লোকরা দেখতে পায় সুস্মিতা তার নিজ ঘরেই ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। যথারীতি খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। শেষ সংবাদ পর্যন্ত পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। এভাবে তেলিয়ামুড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ে পাঠরতা তৃতীয় সেমিস্টারের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাতাবাড়িতে পুজো দিলেন

আজ তেলেঙ্গানায় রাজ্যপাল হিসাবে শপথ নেবেন জিষ্ণু দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। বুধবার সকালে তেলেঙ্গানার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন জিষ্ণু দেববর্মা। শপথ গ্রহণ শেষে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন তিনি। উল্লেখ্য, তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। এই প্রথম রাজ্যের কোনো নাগরিক রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।

বুধবার সকাল আটটায় তেলেঙ্গানার উদ্দেশ্যে আগরতলা বিমানবন্দর থেকে রওনা দেবেন জিষ্ণু দেববর্মা। তারপর হবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। এদিন সন্ধ্যার মধ্যেই তেলেঙ্গানা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তিনি। সেখানে ১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করবেন। পুনরায় ২

আগস্ট অথবা ৩ আগস্ট তিনি তেলেঙ্গানায় ফিরে আসবেন।

এদিকে তেলেঙ্গানার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগেই মঙ্গলবার মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে মায়ের কাছে পূজো দিয়েছেন জিষ্ণু দেববর্মা। সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এবং বিধায়ক অভিষেক দেবরায়।

এদিন তেলেঙ্গানা থেকে নতুন রাজ্যপাল জিষ্ণু দেব বর্মন কে নিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের বিচারক দিয়ে গন্ডাছড়ার ঘটনার তদন্তের দাবি সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। গন্ডাছড়ার ঘটনায় হাইকোর্টের কর্তব্যরত বিচারপতি দ্বারা তদন্তের দাবী জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। মঙ্গলবার গন্ডাছড়া সফরে গেছেন প্রদেশ কংগ্রেস দলের নেতৃত্বরা। সেখানে শরণার্থী শিবিরে থাকা জনগণের সঙ্গে কথা বলেছেন তারা। পরে আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, হামলা অগ্নিসংযোগ সহ বাড়িঘর ভাঙচুরের ঘটনায় গন্ডাছড়ার জনগণ আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে আছে। এই ঘটনায় উপযুক্ত তদন্ত প্রয়োজন। হাইকোর্টের কর্তব্যরত বিচারক দ্বারা এই ঘটনার তদন্ত করার দাবী জানিয়েছেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, শরণার্থী শিবিরে যারা রয়েছেন তাদের খুবই খারাপ অবস্থা। শুধুমাত্র একটি পলিথিনের উপর দিনযাপন করছেন তারা। সঠিকভাবে খাবার প্রদান করা হচ্ছে না। সকালের খাবারের নামে শিশুদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে শুধু বিস্কুট। দুপুর দুটো তিনটে পর্যন্ত এই বিস্কুট খেয়ে দিন যাপন করছে ছোট ছোট শিশুরা। এমনই অভিযোগ করলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

তিনি আরো বলেন, শরণার্থী শিবিরে যারা রয়েছেন তাদের দিকে সরকার কোন ধরনের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। এসব কোনভাবেই কাম্য নয়। এছাড়াও যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে তাদের কিছুই হবে না। তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। বিধায়ক বলেন, শরণার্থী শিবিরে মহিলারা রয়েছেন যাদের একমাত্র সম্বল ছিল গবাদি পশু। কিন্তু অগ্নিসংযোগের কারণে সেগুলোও মারা গেছে। ঘরবাড়ি বানিয়ে দিলেও কিভাবে তারা খাবার জোগাড় করবেন তা নিয়ে চিন্তায় আছেন।

বিধায়ক আরো বলেন, হামলা, অগ্নিসংযোগ, বাড়ি ঘর লুটপাট এইসব ঘটনা ঘটার আগে থেকেই ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়ন ছিল। ১৬৩ ধারাও ছিল গন্ডাছড়ায়। প্রশাসনের উপস্থিতিতে এ ধরনের ঘটনা কিভাবে ঘটে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এর সঠিকতদন্ত ও দাবি করেছেন তিনি। পাশাপাশি ঘটনায় মৃত পরমেশ্বর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জল নিকাশি ব্যবস্থার দাবিতে কৃষকদের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩০ জুলাই।। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না রেখে ড্রেন বন্ধ করে কালভার্ট তৈরি করায় জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রতিবাদ জানিয়ে হালাহালি কমলপুর আমবাসা সড়ক অবরোধ করল কৃষকরা।

জল নিস্কাশনের ব্যবস্থা না রেখে ড্রেইন বন্ধ করে কালভার্ট তৈরী করার ফলে রাস্তার পাশে বহু ধানের জমিতে বৃষ্টির জল জমে ধানের চারা নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতিবাদে উত্তর হালহালির কৃষকরা উত্তর হালহালিতে কমলপুর - আমবাসা রাস্তা অবরোধ করে। খবর পেয়ে কমলপুর থানার পুলিশ অবরোধ স্থলে ছুটে যায়। প্রায় তিন ঘন্টা অবরোধের পর জল নিস্কাশনের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। রাস্তার পাশে বহু কৃষকের ধানের জমি রয়েছে। বর্তমান মরশুমে আমন ধান চাষ করার সময়। কৃষকরা তাদের জমিতে হাল চাষ করে আমন ধানের চারা রোপণ করে। এ কে সি কম্পানি জল নিস্কাশনের ব্যবস্থা না করে ড্রেইন মাটি দিয়ে ভরাট করে কালভার্ট নির্মানে কাজ শুরু করে। প্রতিদিন বৃষ্টির ফলে জল জমে আমন ধানের রোপন করা চারা পচে নষ্ট হওয়ার ফলে এলাকার কৃষকরা আজ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত উত্তর হালহালিতে কমলপুর -- আমবাসা রাস্তা অবরোধ করে।

এলাকার কৃষকরা ক্ষোভ জানিয়ে বলেন রাস্তার ঠিকেদার জল নিস্কাশনের ব্যবস্থা না করে রাস্তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলা থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে দুর্ব্যবহারের শিকার, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। ওষুধ আনতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ এক যুবতী। পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ জানতে গিশে পুলিশের দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন নিখোঁজ যুবতীর পরিবার ও হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। এরই প্রতিবাদে গতকাল রাতে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ।

নিখোঁজ যুবতীর মা জানিয়েছেন, কিছুদিন পূর্বে রাতে পশিতা বণিক (২৭) প্রতাপগড় থেকে বটতলা ওষুধ আনতে যাবে বলে বেড়িয়েছিল। কিন্তু রাতে সে বাড়ি ফিরে আসে নি। গত ২৬ দিন যাবৎ সে নিখোঁজ। তার কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। গতকাল রাতে পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করার জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু লিখিত মামলা গ্রহণ করাতে দূরের কথা পুলিশের দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন তারা বলে অভিযোগ। মেয়েটির মা বাবা হিন্দু জাগরন মন্ত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং পুনরায় থানায় গিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ পরিবারের সদস্য এবং জাগরণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। নিজের বাবার দ্বারা নরকীয় পাশবিক লালসার শিকার হয়েছে নয় বছরের শিশু কন্যা। ওই ঘটনায় রাজধানীর এডি নগর সর্বধর্ম মিশন এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পর্রবতী সময়ে বাবার বিরুদ্ধে পূর্ব আগরতলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, এডি নগর থানার অন্তর্গত ক্যাম্পের বাজার এস ডি মিশন এলাকায় পাষণ্ড বাবা পরিবারের অন্যান্যদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একাধিকবার তার নয় বছরের নাবালিকার শিশু কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। এমনকি ঘটনাটি কাউকে না জানানোর জন্য প্রাণনাশের হুমকিও দেয় অভিযুক্ত। ঠিক একই ভাবে গত ২৪ জুলাই আবারো ওই নাবালিকা শিশু কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায় তার পাষণ্ড বাবা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রাহক সন্তুষ্টির সমীক্ষায়

শীর্ষে এমবিবি বিমানবন্দর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। গ্রাহক সন্তুষ্টি সমীক্ষায় শীর্ষ দশের মধ্যে সান পেয়েছে আগরতলা বিমানবন্দর।

আগরতলা বিমানবন্দর সারা ভারতে ৬১টি বিমানবন্দরে একটি স্বাধীন পরামর্শদাতা দ্বারা পরিচালিত গ্রাহক সন্তুষ্টি সমীক্ষায় দশম অবস্থানে থাকার জন্য সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ উপরে উঠে গেছে। আগরতলা বিমানবন্দরকে উত্তর-পূর্বের সেরা বিমানবন্দর হিসাবে পরিচিত যার সিএসআই স্কোর ৪.৭৬।

৩৩টি বিভিন্ন প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে বছরে দুবার পরিচালিত হয়। যেমন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ, এয়ারলাইন্সের কর্মী এবং নিরাপত্তা কর্মীদের সৌজন্যে ইত্যাদি। সিএসআই স্কোর ভ্রমণকারী যাত্রীদের সন্তুষ্টি সূচক নির্দেশ করে। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আগরতলা বিমানবন্দর ভ্রমণকারী যাত্রীদের আরামের জন্য সর্বোত্তম সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে।

জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনায় নিহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩০ জুলাই।। ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। খালি ডাম্পার ও চাল বোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত এক,আহত তিন। ঘটনা চুরাইবাড়ি থানাধীন শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে আট নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই আসাম আগরতলা ৮ নং জাতীয় সড়ক এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল। কয়লা পরিবাহী খালি ডাম্পার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৮৮ ▫ ৩১ জুলাই ২০২৪ ইং ▫ ১৫ শ্রাবণ ▫ বুধবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দ

তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ নয়

ভারত বরাবরই তৃতীয় কোন দেশের সমালোচনা কিংবা নাক গলানো পছন্দ করে না। তদুপরি বিদেশী শক্তি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়া নাক গলাইবার চেষ্টা চালায়। ইহা কোন অভিপ্রেত। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশকে আগাম সতর্ক করিয়া দিয়াছে।গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষের পর থেকে ভারত-চিন সম্পর্কের বরফ এখনও গলেনি। কিন্তু এই সীমান্ত সংঘাত একান্তই দু-দেশের বিষয়। এই সমস্যা সমাধানে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বা মতামতের প্রয়োজন নাই ভারতের। জাপানে কোয়াড গোষ্ঠীর এক বৈঠকে যোগ দিয়া এ কথা স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও আমেরিকা মিলিয়া তৈরি হইয়াছে‘কোয়াড্রিল্যাটারাল সিকিউরিটি ডায়ালগ’বা কোয়াড গোষ্ঠী। সোমবার থেকে জাপানের টোকিওতে শুরু হইয়াছে কোয়াড দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক। এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন মার্কিন বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী যথাক্রমে ইয়োকো কামিকাওয়া ও পেনি ওং। সোমবার সম্মেলনের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হইয়া ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়া জয়শংকর বলেন, ‘চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো নয়। সীমান্তে শান্তি না ফেরা পর্যন্ত এই সম্পর্ক স্বাভাবিক হইবেও না।’’ভারতের সঙ্গে চিনের সীমান্ত সংঘাত নিয়া একাধিকবার মুখ খুলিয়াছে আমেরিকা। মতামত দিয়াছে রাশিয়া সহ নানা দেশ। কিন্তু এই নাক গলানো যে দিল্লির একেবারেই পছন্দ নয়, তাহা জানাইয়াছেন জয়শংকর। তাঁহার কথায়, ‘ভারত ও চিনের মধ্যে কোনও মতবিরোধ বা সমস্যা যা-ই থাক, আমার মনে হয় তাহা নিয়া দুটি দেশেরই কথা বলা উচিত। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্য দিয়া সমাধান খোঁজাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ। এ নিয়া তৃতীয় কোনও পক্ষের সালিশি করার কোনও প্রয়োজন নাই।

চক্রধরপুরে লাইনচ্যুত হাওড়া-সিএসএমটি এক্সপ্রেস; আহত ৬ জন, হেল্পলাইন নম্বর চালু

চক্রধরপুর, ৩০ জুলাই (হি.স.): ফের রেল দুর্ঘটনা! এবার ঝাড়খণ্ডে লাইনচ্যুত হয়ে গেল হাওড়া থেকে মুম্বইগামী ১২৮১০ হাওড়া-সিএসএমটি এক্সপ্রেস। ভারতীয় রেল জানিয়েছে, ট্রেন নম্বর ১২৮১০ হাওড়া-সিএসএমটি এক্সপ্রেস চক্রধরপুর ডিভিশনের রাজখরসওয়ান পশ্চিম আউটার এবং বারাবাম্বুর মাঝে চক্রধরপুরের কাছে লাইনচ্যুত হয়েছে। এই ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে ৬ জন।সূত্রের খবর, আগে বেলাইন হওয়া একটি মালগাড়ির কয়েকটি বগি রেললাইনের ওপরে পড়ে ছিল। ওই বগিগুলির সঙ্গে ধাক্কা লেগেই মুম্বইগামী হাওড়া-সিএসএমটি এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়ে যায়। মঙ্গলবার ভোর ৩.৪৫ মিনিট নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে।রেলের পক্ষ থেকে চালু হওয়া নম্বর গুলি হল : টাটানগর : ০৬৫৭২২৯০৩২৪, হাওড়া : ৯৪৩৩৩৫৭৯২০ ও ০৩৩২৬৩৮২২১৭, মুম্বই : ০২২-২২৬৯৪০৪০।

বৃষ্টি চলবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে, আবহাওয়া রয়েছে মনোরমই

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি.স.): কলকাতা ও শহরতলির আবহাওয়ায় আপাতত বড়সড় কোনও বদল আসছে না। আপাতত বৃষ্টি চলবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই। মঙ্গলবারও সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতও হয়েছে। আবহাওয়া রয়েছে মনোরম। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই বৃষ্টিপাত হবে। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। দক্ষিণের বাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

দিল্লিতে ৩১ জুলাই বৃষ্টির সতর্কতা, হিমাচল ও উত্তরাখণ্ডে বর্ষণের সাবধানবাণী

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আগামী ২৪ ঘন্টা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। ৩১ জুলাই দিল্লি, হরিয়ানা ও চণ্ডীগড়ে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি ৩১ জুলাই থেকে ১ আগস্ট হিমাচল প্রদেশে এবং ২ আগস্ট পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম ও পূর্ব মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ২ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ১ আগস্ট কোঙ্কন ও গোয়ায় ভারী বৃষ্টি হবে। ৩১ জুলাই থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত জম্মুতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। এছাড়াও আইএমডি জানিয়েছে, ৩১ জুলাই থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত ওড়িশায়, ৩১ জুলাই পশ্চিম রাজস্থানে এবং ১ থেকে ২ আগস্ট ছত্তিশগড় ও ১ আগস্ট পর্যন্ত নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত।

আগামী ৫-দিন গুজরাটের সর্বত্রই বৃষ্টির পূর্বাভাস, বইবে দমকা হাওয়া

আহমেদাবাদ, ৩০ জুলাই (হি.স.): বৃষ্টিতে নাজেহাল অবস্থা গুজরাটের বিভিন্ন জেলায়। নানা প্রান্ত জলের তলায়, দুর্দশায় দিন কাটছে অসংখ্য মানুষের। এই দুর্যোগের বৃষ্টি আপাতত থামবে না, আগামী ৫-দিন গুজরাটের সমস্ত জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। আহমেদাবাদের আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৫-দিন গুজরাটের সমস্ত জেলাযতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বনাসকাঁথা, পাটন, সবরকাঁথা, নভসারি, ভালসাদ, দমন এবং দাদরা ও নগর হাভেলিতে। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, সৌরাষ্ট ও কচ্ছ অঞ্চলেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। গুজরাটের সমস্ত জেলায় আগামী দু’’দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাতাসের গতিবেগ থাকতে ৩৫-৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়।

মরফিন আবিষ্কারের কাহিনি

সিকদার নাজমুল হক

গ্রিক উপকথার স্বপ্নদেবতা মরফিউস। ঘুমের গভীরে মানুষকে স্বপ্ন দেখান তিনি। মরফিউসের বাহুতে নিদ্রারত মানুষ উপভোগ করে গভীর ঘুমের সুখ। দেবতাদের কাছ থেকে মানুষের কাছে প্রতিচ্ছবি ও গল্পের মাধ্যমে স্বপ্নবার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব মরফিউসের। মানুষের স্বপ্নে যেকোনো আকৃতিতেই ধরা দিতে পারেন মরফিউস। স্বপ্নে যেকোনো মানুষের অনুকরণেই উপস্থিত হতে পারেন তিনি, ধারণ করতে পারেন যেকোনো রূপ। তিনি স্বপ্নের প্রভু হিসেবে মানুষের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিচ্ছবি পাঠাতে পারেন। অন্তর্দৃষ্টিকে দিতে পারেন আকার, স্বপ্নে দেখা সৃষ্টিকে দিতে পারেন আকৃতি। গ্রিক শব্দ ‘মরফি’ অর্থ আকৃতি। যেহেতু তিনি স্বপ্নে যেকোনো আকৃতিতে ধরা দিতে পারেন, তাই তাঁর নাম হয়েছে মরফিউস।

মরফিউস কিন্তু মানুষকে দুঃস্বপ্ন বা অলীক স্বপ্ন দেখাতেন না। দুঃস্বপ্ন যিনি দেখাতেন, তিনি মরফিউসের ভাই ফোবিটর, যার নাম থেকে ইংরেজি ফোবিয়া অর্থাৎ ভয় শব্দটি এসেছে। তার আরেক ভাই ফ্যান্টাসাস দেখাতেন অলীক স্বপ্ন বা ফ্যান্টাসি। ফ্যান্টাসাস নাম থেকেই এসেছে ইংরেজি ফ্যান্টাসি শব্দটি। স্বপ্নদেবতা মরফিউস ঘুমাতেন বিশেষ এক গুহায়, সে গুহা ভরা থাকত পপি ফুলের বীজে। রোমান সম্রাট অগাস্টাসের রাজত্বকালে রোমে এক বিখ্যাত কবি ছিলেন, নাম পাবলিয়াস ওভিডিয়াস নাসো। ওভিড নামেও ডাকা হয় তাঁকে। তিনি লিখতেন মেটামরফোসিস নামক কবিতা। সে কবিতায় তিনি লিখেছেন মরফিউসের কথা। ইংরেজ পণ্ডিত ও লেখক রবার্ট বার্টনও মরফিউসকে নিয়ে লিখেছেন তাঁর দ্য এনাটমি অব মেলাংকলি নামক বইতে। তবে চিকিৎসাশাস্ত্রে দেবতা মরফিউসকে অমর করে রেখেছেন একজন জার্মান ওষুধবিজ্ঞানী, নাম তাঁর ফ্রিডরিশ সার্টারনার। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তীব্র ব্যথানাশক হিসেবে মরফিন এখনো ব্যবহার করা হচ্ছে।

তখন ১৮০৪ সাল। পপি ফুলের বীজাধার বা ক্যাপসুল থেকে ওষুধবিজ্ঞানী ফ্রিডরিশ সার্টারনার উদ্ভাবন করেন এক যুগান্তকারী ব্যথানাশক ওষুধ মরফিন। পপিগাছ, যার বৈজ্ঞানিক নাম পাপাভের সমনিফেরাম (Papaver somniferumŠ, লাল---হলুদ ফুল ফোটে এতে। এ গাছের বীজাধার আড়াআড়ি বা লম্বালম্বিভাবে কাটলে তা থেকে বেরিয়ে আসে একধরনের আঠালো উপাদান বা ল্যাটেক্স। ল্যাটেক্স শুকিয়ে তৈরি করা হয় অপিয়াম। ফ্রিডরিশ সার্টারনার পপিগাছের অপিয়াম থেকে আলাদা করেন অ্যালকালয়েড নামে একজাতীয় উপাদান। সেই যে বলেছি, স্বপ্নদেবতা মরফিউস ঘুমাতেন যে গুহায়, তা ভরা থাকত পপি ফুলের বীজে। বিজ্ঞানী সার্টারনার তাই পপিগাছ থেকে পাওয়া সেই এলকালয়েডের নাম রাখেন ‘মরফিয়াম’, মরফিউসের নামানুসারে। পরে মরফিয়াম নামটি মরফিন নামে পরিচিতি পায়। অপিয়াম থেকে নানা রকম এলকালয়েড পাওয়া গেলেও, যে এলকালয়েড সবার আগে আলাদা করা হয়, তা এই মরফিন। শুধু তা—ই নয়, উদ্ভিদ থেকে আলাদা করা এলকালয়েডগুলোর মধ্যে মরফিনই আলাদা করা হয় সবার আগে। আর সার্টারনার হলেন প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি ঔষধি উদ্ভিদ থেকে অ্যালকালয়েড আলাদা করেন। এমনিভাবেই তাঁর হাত ধরে সূচনা হয় ‘অ্যালকালয়েড কেমিস্ট্রি’ নামে বিজ্ঞানের একটি শাখার। সার্টারনার মরফিনের কার্যকারিতা এবং অন্যান্য গুণাগুণ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা চালাতে থাকেন ক্রমাগত। সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে অবশেষে জার্মানির বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি ‘মার্ক’ ১৮২৭ সালে ব্যথানাশক হিসেবে মরফিনের বাণিজ্যিক বিপণন শুরু করে।

এরপর থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে তীব্র ব্যথানাশক হিসেবে মরফিন এখনো ব্যবহার করা হচ্ছে। মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান নামক হৃদ্রোগে এবং প্রসবকালে যে তীব্র ব্যথা হয়, তা কমাতে এ ওষুধ প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিক বছরের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যানসারের ব্যথা দূর করতেও মরফিন কার্যকর।

বমিভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মুখগহ্বরের শুষ্কতা, আসক্তি ইত্যাদি পার্শপ্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও মরফিন চিকিৎসার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। ব্যথার অনুভূতি কমানোর জন্য মরফিন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে সরাসরি কাজ করে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে রয়েছে কয়েক ধরনের ‘অপিঅয়েড রিসেপ্টর’। মরফিন এসব রিসেপ্টরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা সক্রিয় করে; প্রকাশ করে মরফিনের কার্যকারিতা। চিকিৎসার ক্ষেত্রে যদিও তীব্র ব্যথা উপশম ও নিদ্রা উৎপাদন মরফিনের প্রাথমিক কাজ, পাকস্থলী ও অন্ত্রেও কাজ করে মরফিন, তৈরি করে কোষ্ঠকাঠিন্য। মরফিনের মতো কার্যকারিতার অন্যান্য উপাদান, যেমন হাইড্রোমরফোন, অক্সিমরফোন এবং হেরোইন তৈরিতেও ব্যবহৃত হয় মরফিন।

বমিভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মুখগহ্বরের শুষ্কতা, আসক্তি ইত্যাদি পার্শপ্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও মরফিন চিকিৎসার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। মরফিন সেবনে মাদকাসক্তি তৈরি হয় বলে এর অপব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘদিন মরফিন ব্যবহারের পর হঠাৎ এর মাত্রা কমিয়ে দিলে বা সেবন বন্ধ করে দিলে দেখা দিতে পারে ‘উইথড্রয়াল সিনড্রোম’ নামক শারীরিক সমস্যা। গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের মরফিন সেবনে রয়েছে বিশেষ সতর্কতা, কারণ নবজাতকের শরীরে এর প্রভাব কাজ করতে পারে। চিকিৎসায় মরফিনের ব্যবহার যত দিন থাকবে, তত দিন স্বপ্নদেবতা মরফিউসের নাম অমর হয়ে থাকবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে।

চাঁদে বিশাল গুহার সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা

আসহাবিল ইয়ামিন

রাতের আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ আমরা সবাই দেখেছি। চাঁদের বুকে যে কালো দাগগুলো দেখা যায়, সেগুলো আসলে চাঁদের খাদ বা গর্ত। এসব জায়গায় সূর্যের আলো পড়ে না। এই খাদগুলোকেই আমরা চাঁদের কলঙ্ক বলি। কিন্তু আরও অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে চাঁদের বুকে। অজানা এসব বিষয় আজও কৌতূহলী করে রেখেছে বিজ্ঞানীদের। সম্প্রতি তেমনি এক নতুন রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। চাঁদের বুকে তাঁরা একটি বিশাল গুহা আবিষ্কার করেছেন। মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে এর মাধ্যমে সূচিত হয়েছে নতুন অধ্যায়। এই গুহা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, এর ভেতরে কী রয়েছে এবং এটি ভবিষ্যতে কীভাবে মানুষের কাজে লাগতে পারে, তা নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের আশা, শিগগিরই জবাব মিলবে এসব প্রশ্নের। এ আবিষ্কার মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে ইতালীয় বিজ্ঞানীদের একটি দল। তাদের পরিচালিত গবেষণাটির ফলাফল সম্প্রতি নেচার অ্যাস্ট্রোনমি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। চাঁদের এই গুহা ভবিষ্যতে মানুষের জন্য নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে কাজ করতে পারে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, মানুষের চাঁদে বসতি স্থাপনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করবে এটি। গুহাটি চাঁদের ‘সি অব ট্র্যাঙ্কুইলিটি’ বা ট্র্যাঙ্কুইলিটি খাদ অঞ্চলে অবস্থিত। ঐতিহাসিক অ্যাপোলো-১১ নভোযান যেখানে নেমেছিল, সেখান থেকে মাত্র ৪০০ কিলোমিটার দূরে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি প্রায় ৪০ মিটার চওড়া, ৯ মিটার লম্বা এবং অন্তত ১০০ মিটার গভীর একটি বিশাল ও রহস্যময় ভূগর্ভস্থ গঠন। ইতালির ট্রেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লরেঞ্জো ব্রুজোন জানিয়েছেন, ‘৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছিলেন, এ গুহাগুলোর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এবারই প্রথমবারের মতো আমরা এগুলোর অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছি। এর আগে আমরা শুধু তাত্ত্বিকভাবে এসব গুহা থাকার সম্ভাবনার কথা জানতাম।’

চাঁদে এই গুহা আবিষ্কার শুধু একটি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা নয়, এটি চাঁদে মানুষের বসতি স্থাপনে বড় সহায়ক হতে পারে। অনেক বিজ্ঞানী বলছেন, এটি হতে পারে চাঁদে বসতি গড়ার চাবিকাঠি। আমরা জানি, চাঁদের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ও বিকিরণের মাত্রা অত্যন্ত বেশি।

বর্তমানে নাসার মহাকাশযান লুনার রিকনিসান্স অরবিটার (এলআরও) চাঁদের চারপাশে ঘুরছে। চাঁদ সম্পর্কে আরও জানতে বিজ্ঞানীদের নিয়মিত তথ্য পাঠাচ্ছে এটি। এ মহাকাশযানে একটি ছোট্ট রেডিও যন্ত্র আছে, যাকে মিনিয়েচার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি বা মিনি-আরএফ বলা হয়। যন্ত্রটি ২০১০ সাল থেকে চাঁদের বিভিন্ন জায়গার তথ্য সংগ্রহ করছে। বিজ্ঞানীরা সংগৃহীত এসব তথ্য খুঁটিয়ে দেখেছেন। এ তথ্যগুলোকে নতুন এক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে তাঁরা বুঝতে পারেন, চন্দ্রপৃষ্ঠের নিচে একটি গুহা লুকিয়ে আছে। গুহাটি কোথায় আছে, তা বোঝা যায় রাডারে প্রতিফলিত সিগন্যাল থেকে। এভাবে তাঁরা নিজেদের অনুমান প্রমাণে সফল হন। তাঁদের প্রাথমিক ধারণা, এটি কোনো ফাঁকা লাভা টিউবঅর্থাৎ শূন্য আগ্নেয়গিরির নল সদৃশ অংশ হতে পারে। যদিও এটি চাঁদে আবিষ্কৃত প্রথম গুহা, বিজ্ঞানীরা মনে করেন চন্দ্রপৃষ্ঠের নিচে এ ধরনের আরও অনেক গুহা লুকিয়ে থাকতে পারে। লুনার রিকনিসান্স অরবিটার (এলআরও) চাঁদের বিভিন্ন জায়গার তথ্য সংগ্রহ করছে। এ তথ্যগুলোকে নতুন এক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে তাঁরা বুঝতে পারেন, চন্দ্রপৃষ্ঠের নিচে একটি গুহা লুকিয়ে আছে। গুহাটি কোথায় আছে, তা বোঝা যায় রাডারে প্রতিফলিত সিগন্যাল থেকে চাঁদে এই গুহা আবিষ্কার শুধু একটি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা নয়, এটি চাঁদে মানুষের বসতি স্থাপনে বড় সহায়ক হতে পারে। অনেক বিজ্ঞানী বলছেন, এটি হতে পারে চাঁদে বসতি গড়ার চাবিকাঠি। আমরা জানি, চাঁদের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ও বিকিরণের মাত্রা অত্যন্ত বেশি। দিনের বেলায় তাপমাত্রা ১২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠতে পারে, আর নেমে যেতে পারে রাতে -১৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। এ ছাড়া, চাঁদে সৌরবিকিরণের মাত্রা পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশিপৃথিবীর তুলনায় প্রায় ১৫০ গুণ বেশি। এগুলোর বিপরীতে এ ধরনের গুহাগুলো নভোচারীদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে কাজ করতে পারে। সেখানে তাঁরা এই কঠিন পরিবেশ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন।

গুগল হাতড়ে ওষুধ খাওয়া কি ঠিক কতটা বিশ্বাসযোগ্য আধুনিক প্রযুক্তি ?

শরীর খারাপ হল কি হল না, হাত চলে যায় ইন্টারনেটে। ফটাফট নিজের উপসর্গগুলি লিখে নেট দুনিয়ায় সমাধান হাতড়াই আমরা। চিকিৎসকের কাছে না গিয়েও যদি ওষুধটা বা পথ্যটা জেনে নেওয়া যায়, তা হলে ক্ষতি কী! সময় বাঁচে, আর পকেটও।

বিশ্ব জুড়েই এখন এই ট্রেন্ড চলছে। যখন যা কিছু হবে, সবই গুগলে গিয়ে টাইপ করে ফেলো।

তার পর সার্চে ক্লিক করলেই যেন বিশ্বকোষ খুলে যাবে। জীবনের প্রতিটা খুঁটিনাটি বিষয়ে উত্তর খোঁজার জন্য ইন্টারনেটেই ভরসা রাখছি আমরা। সে সম্পর্কের সমীকরণ বোঝা হোক বা রোগের চিকিৎসা ষোলো আনা বিশ্বাস জিতে নিয়ে নিয়েছে নেট দুনিয়া। আধুনিক প্রযুক্তির মায়াজালে জড়িয়ে বাস্তবটাই ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আর সেখানেই ঘনিয়ে আসছে বড় বিপদ।

সমস্যাটা ঠিক কোথায়? ধরুন, মাথাব্যথা হচ্ছে। কী ওষুধ খেলে ভাল বা কী ধরনের জেল লাগালে ব্যথা কমবে, গুগলে সার্চ করলেই নতুন এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) টুল একগাদা ওষুধের নাম দেখিয়ে দেবে। তার মধ্যে কোনটা আপনার জন্য ভাল, তা না বুঝেই সেটা কিনে খেয়ে ফেললেন। পরে দেখা গেল, ওই ওষুধের জেরেই অন্য সমস্যা হচ্ছে আপনার। ইদানীং এমন ঘটনা ঘটেছে যে, অনলাইনে ওষুধের নাম দেখে বা ডায়েট চার্ট অনুসরণ করে রোগ আরও বাড়িয়ে তুলেছেন রোগী। চিকিৎসকের কাছে যখন যাচ্ছেন, তখন দেরি হয়ে যাচ্ছে অনেকটাই।

ওষুধপথ্য খোঁজার ব্যাপারেও কি অনলাইনের আধুনিক প্রযুক্তিকে বিশ্বাস করা যায়? কোনও জটিল রোগের চিকিৎসাও কি সঠিক ভাবে করে দিতে পারবে ডিজিটাল প্রযুক্তি? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সেটাই। চলুন জেনে নিই, চিকিৎসক আর প্রযুক্তিবিদেরা কী মতামত দিচ্ছেন।

এক জন চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করেন, কারণ রোগটার নাম জানা, রোগীই অচেনা। তাই চিকিৎসা কোন পথে হবে সেটাই আসল, এমনই মনে করছেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী। সাম্প্রতিক সময়ে এমন অনেক রোগীকেই তিনি দেখেছেন, যাঁরা ইন্টারনেট ঘেঁটে ওষুধপত্র খেয়ে বিপদে পড়েছেন। চিকিৎসক বলছেন, নেট হাতড়ে নিজের চিকিৎসা নিজেই করার এই অভ্যাসই এখন একটা রোগ হয়ে গিয়েছে। এর নাম ‘‘ইডিয়ট সিনড্রোম’’। কমবয়সি ছেলেমেয়েদের মধ্যে এখন এই প্রবণতা বেশি। যদি নেট প্রযুক্তিই চিকিৎসা করতে পারত, তা হলে আর চিকিৎসকের দরকার পড়ত না। বই পড়ে বা গবেষণাপত্র দেখেই ওষুধ দিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু তা হয় না। রোগীকে দিনের পর দিন দেখে, তার উপসর্গ বুঝে, রোগের ধরন বুঝে তবেই এক জন চিকিৎসক সঠিক ভাবে চিকিৎসা করতে পারেন। প্রতিটা মানুষ একে অপরের থেকে আলাদা। তাই তাদের রোগের ধরন ও উপসর্গগুলিও আলাদা। চিকিৎসা পদ্ধতিও তাই এক গতে হবে না। সুবর্ণ গোস্বামীর পরামর্শ, ইন্টারনেট দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। রোগ হলে চিকিৎসকের কাছে যান। সঠিক ওষুধ খান।

মনের রোগ বুঝতেও আজকাল ইন্টারনেটে খোঁজাখুঁজি বেড়েছে! সমীক্ষা বলছে, লকডাউনের সময়ে ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সিরাই সবচেয়ে বেশি মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নেট দুনিয়ায় সার্চ করেছিলেন। এমনকি, দাম্পত্য কলহ, মানসিক চাপ থেকে বাঁচার উপায় জানতেও বিস্তর খোঁজাখুঁজি হয়েছে গুগলে। এখনও যে হচ্ছে না, তা নয়, বরং অনলাইনে মনের ব্যাধির ওষুধ খোঁজার হার এখন সবচেয়ে বেশি, এমনটাই বললেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ শর্মিলা সরকার। শর্মিলার কথায়, অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা, মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হওয়ার কিছু টোটকা গুগল দিতে পারবে ঠিকই, কিন্তু জটিল মনোরোগের চিকিৎসা করা কখনওই সম্ভব নয়। কারণ, একটা ওষুধের নানা রকম প্রয়োগ আছে। যে ওষুধ অবসাদের জন্য দেওয়া হয়, সেটি অন্য মানসিক রোগের জন্যও দেওয়া হতে পারে। কাজেই কোন ওষুধ কার জন্য ঠিক, সেটা একমাত্র চিকিৎসকই বুঝবেন। তা ছাড়া, চিকিৎসক যদি বোঝেন মনের অসুখ অনেক গভীরে, তখন রোগীর কাউন্সেলিং করানো হয়। রোগীর কথাবার্তা, আচার-আচরণ দেখে তবেই চিকিৎসা শুরু হয়। রোগীর মন ও মস্তিষ্কে কী চলছে, সেটা বোঝা খুব দরকার। প্রযুক্তি এই কাজটা করতে পারবে না। এর জন্য দীর্ঘ দিনের পড়াশোনা, অভ্যাস, বাস্তব থেকে নেওয়া অভিজ্ঞতার দরকার হয়।

আইটি কর্মী নবনীতা সব সময়েই ইন্টারনেটে ওষুধের খোঁজ করেন। তিনি বললেন, কয়েক মাস আগে বুকে খুব ব্যথা হচ্ছিল। নেটে খুঁজতেই দেখলেন, এই ধরনের উপসর্গ হলে কী কী ওষুধ খাওয়া যেতে পারে, তার তালিকা রয়েছে। একটা বেছে কিনে খেয়েই ফেলেছিলেন। কিছু দিন পর থেকে দেখলেন, বুকে ব্যথা তো কমলই না, উল্টে নতুন করে মাথাব্যথা শুরু হল। শেষমেশ কার্ডিওলজিস্টের শরণাপন্ন হয়ে জানতে পারেন সমস্যাটা হার্টের। আর তিনি যে ওষুধ খেয়েছিলেন তা একেবারেই তাঁর জন্য নয়।

গলদটা হচ্ছে গোড়াতেই। হার্টের চিকিৎসক রাজা নাগও এমনই মনে করেন। ইন্টারনেটের আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ নির্ভুল তো হবেই না, উপরন্তু বিপজ্জনক হয়ে উঠবে বলেই মত তাঁর। ডাক্তারি বই, বিভিন্ন গবেষণাপত্র খুঁটিয়ে দেখেই সমাধান বাতলায় গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। বাস্তবের সঙ্গে তার মিলমিশ না-ও হতে পারে। দশ জন হার্টের রোগী ইন্টারনেট ঘেঁটে একই উত্তর পাচ্ছেন। তাঁরা একই রকম ওষুধের নাম দেখছেন। কিন্তু দশ জনের প্রত্যেকের হার্টের অবস্থা, হৃদ্গতি, স্পন্দন আলাদা। তাই চিকিৎসাও আলাদা হওয়া উচিত। শুধুমাত্র কিছু সাধারণ উপসর্গের মিল দেখে রোগীরা বিশ্বাস করে ওষুধ খেয়ে ফেলছেন। বিপদ হচ্ছে এখানেই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু চিকিৎসক হতে পারে না এমনটাই মত ইউরোগাইনোকোলজিস্ট মল্লিনাথ মুখোপাধ্যায়ের। তাঁর মতে, ভবিষ্যতে চিকিৎসার অনেক জটিল পদ্ধতি, রোগ নির্ণয়, ওষুধ আবিষ্কার ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে পারি। এখন তো আধুনিক অস্ত্রোপচারে রোবোটিক্সের প্রয়োগ হচ্ছে। সেই যন্ত্র চালাচ্ছে এক জনই। তেমনই গুগলের এআই টুল কী উত্তর দেবে, তার প্রোগ্রামিং করছেন কোনও প্রযুক্তিবিদই। যন্ত্রের বুদ্ধি মানুষের বুদ্ধিকে ছাপিয়ে যায়নি এখনও। টেলি মেডিসিন পরিষেবায় বহু দূর থেকেই রোগীকে দেখে ওষুধ দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও এক জন চিকিৎসকই থাকেন। কাজেই চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসকের ভূমিকা ও দায়িত্ব সব সময়েই আগে থাকবে।

তবে এই বিষয়টি নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্তে চলে আসতে রাজি নন প্রযুক্তিবিদেরা। কলকাতার এক বহুজাতিক সংস্থার উচ্চপদে রয়েছেন মিতালি বিশ্বাস। তিনি পেশায় সফঅয়্যার ডেভেলপার। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নাড়াঘাঁটা করতে হয়। তিনি বললেন, ’’’’আধুনিক চিকিৎসার খুব বড় সহায়ক হতে চলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। অনেক জটিল চিকিৎসার অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে পারে এআই। সিটি স্ক্যান, এক্স-রে, এমআরআই সবেতেই এআই-এর প্রয়োগ হচ্ছে। কোনও রোগীকে পরীক্ষা করা, রোগের ধরন বোঝা, মেডিক্যাল টেস্টের রিপোর্ট তৈরি করতেও প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। ওষুধ নিয়ে উচ্চস্তরে গবেষণা করতে গেলেও এখন প্রযুক্তিরই প্রয়োগ হচ্ছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে নিত্যনতুন আবিষ্কারেও সেই প্রযুক্তিরই প্রয়োগ হচ্ছে। খুব দ্রুত কোনও রোগের নিরাময়ের উপায় খুঁজে বার করা, ভ্যাকসিন আবিষ্কারের মতো জটিল বিষয়গুলিতেও গবেষকেরা প্রযুক্তিরই সাহায্য নিচ্ছেন। তাই ডিজিটাল যুগে আধুনিক প্রযুক্তিকে হেলাফেলা করলে চলবে না বলেই মত তাঁর। তবে মিতালির পরামর্শ, প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ যাঁরা জানেন তাঁরাই এর সুবিধা নিতে পারবেন। সাধারণ মানুষ না জেনেবুঝেই নিত্যদিনের সমস্যার সমাধান খুঁজতেও যদি প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে চান, তা হলে তার ফল হিতে বিপরীত হতে পারে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নির্বাহী আদেশে বাংলাদেশে জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করা হবে : আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ৩০।। বাংলাদেশের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এমপি বলেছেন, জামায়াত-শিবিরকে আজ বুধবারের মধ্যে নিষিদ্ধ করা হবে। আইনমন্ত্রী জানান, নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে এটি করা হবে। সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মঙ্গলবার এ কথা জানান তিনি। কোন প্রক্রিয়ায় এটি করা হবে- তা ঠিক করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বলেও জানান আইনমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোট। রাজনীতিতে জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধে কেন্দ্রীয় ১৪ দলের নেতারা একমত হয়েছেন বলে গতকাল জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। গণভবনে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ১৪ দলের নেতাদের বৈঠক শেষে তিনি গতকাল সাংবাদিকদের এ কথা জানান।ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি-জামায়াত নৈরাজ্যের মাধ্যমে দেশকে অকার্যকর করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। জাতীয় স্বার্থে দেশবিরোধী অপশক্তি নির্মূল করার জন্য ১৪ দলের বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধে একমত হয়েছেন নেতৃবৃন্দ।

উচ্চ আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। দলটির ছাত্রসংগঠনের নাম ইসলামী ছাত্রশিবির। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে জামায়াতের বেশকজন শীর্ষ নেতার ফাঁসির রায় ইতোমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে। তারা হলেন- দলটির সাবেক আমীর মতিউর রহমান নিজামী, সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লা ও মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, নির্বাহী পরিষদ সদস্য মীর কাশেম আলী। দলটির ঢাকা মহানগরীর সাবেক আমীর ও আরেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলামসহ বেশ কয়েকজনের মৃত্যুদন্ডের রায় হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। এসব রায়ের বিরুদ্ধে আপিল এখন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক তান্ডবে আহতদের দেখতে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল পরিদর্শন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ৩০।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাম্প্রতিক দেশব্যাপী সহিংসতায় আহতদের দেখতে মঙ্গলবার বিকেলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বিকেল ৫টার দিকে উক্ত হাসপাতালে পৌঁছেন। সেখানে তিনি সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় বিএনপি-জামায়াত চক্রের হামলার শিকার হয়ে চিকিৎসাধীনদের অবস্থার খোঁজখবর নেন। তিনি আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। আঘাতের তীব্রতা দেখে এবং হামলার নৃশংসতার কথা শুনে শেখ হাসিনা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি এ সময় অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। হাসপাতালে পরিদর্শনকালে হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ মোঃ শফিউর রহমান আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। এর আগে, গত কয়েকদিনে প্রধানমন্ত্রী সহিংসতার শিকার অন্যান্যদের পরিদর্শন করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ঢামেক) এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি অ্যান্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন (নিটোর), বহুল পরিচিত পঙ্গু হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তিনি আহতদের যথাযথ চিকিৎসার আশ্বাস দেন এবং তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।ইতোপূর্বে প্রধানমন্ত্রী সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত মিরপুর-১০এ ভাংচুর হওয়া মেট্রো রেল স্টেশন, রামপুরায় বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ভবন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সেতু ভবন এবং মহাখালীতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোল প্লাজা পরিদর্শন করেন।

মঙ্গলবার কমলো সোনার দর, পড়লো রুপোর দামও

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি.স.): মঙ্গলবার কমলো সোনা ও রুপোর দাম। এদিন শহরে ২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম সোনার দাম ১৬০ টাকা কমে হয়েছে ৫০,৫৬০ টাকা। পাশাপাশি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ২১০ টাকা কমে হয়েছে ৬৮,৯৫০ টাকা। ২৪ ক্যারেটে ১০০ গ্রামের দাম ২১০০ টাকা কমে হয়েছে ৬, ৮৯,৫০০ টাকা। আর ১০ গ্রাম সোনা ১৮ ক্যারেটে ১৭০ টাকা কমে হয়েছে ৫১,৭১০ টাকা। ১০০ গ্রামের দাম ১৭০০ টাকা কমে হয়েছে ৫,১৭,১০০ টাকা।

এছাড়াও মঙ্গলবার রুপোর দরও কমেছে। এদিন ১০০ গ্রাম রুপোর দাম ৫০ টাকা কমে হয়েছে ৮৪৫০ টাকায়। এছাড়া এক কেজি রুপোর দাম ৫০০ টাকা কমে হয়েছে ৮৪, ৫০০ টাকা।

পীতাম্বরপুরে নাবালিকার মুণ্ডহীন দেহ

বরেলি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : রেল স্টেশনের কাছে এক নাবালিকার মুণ্ডহীন দেহ। হাড় হিম করা এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের পীতাম্বরপুর রেল স্টেশনের কাছে। মঙ্গলবার পীতাম্বরপুর রেল স্টেশনের কাছে ওই নাবালিকার মুণ্ডহীন দেহ পড়ে থাকতে দেখে আঁতকে ওঠেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ। এপ্রসঙ্গে সহকারী পুলিশ সুপার মানুশ পারেখ জানান, পীতাম্বরপুর রেল স্টেশনের কাছে এক ছয় বছর বয়সী নাবালিকার মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও ময়না তদন্তের রিপোর্ট মেলেনি, তবে দেহটি সাত থেকে আট দিন পুরনো বলে মনে হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে মেয়েটিকে দেখে ধারণা করা যাচ্ছে এই ঘটনায় হত্যার কোনও সম্ভাবনা নেই। ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে অথবা কোনো বন্য পশুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে মেয়েটি। যে কারণে মেয়েটির মাথা তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে অনুমান।সম্পূর্ণ বিয়ষটি খতিয়ে দেখতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে জানা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ।

বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হবে জামায়াত-শিবির, ঘোষণা আইনমন্ত্রী আনিসুলের

ঢাকা, ৩০ জুলাই (হি.স.) : বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হবে জামায়াত-শিবির। সিদ্ধান্ত মোটামুটি পাকা। সম্ভবত আগামীকাল বুধবারের মধ্যে নিষিদ্ধ করা হবে জামায়াতকে। আজ মঙ্গলবার ঘোষণা করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির জন্য বিদেশি প্রযুক্তিগত সহায়তা নেয়া হবে : শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ৩০।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কোটা সংস্কার আন্দোলনের সুষ্ঠু ও মানসম্মত তদন্ত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির জন্য বিদেশি প্রযুক্তিগত সহায়তা নেয়া হবে। তিনি বলেন, আমরা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির জন্য বিদেশি প্রযুক্তিগত সহায়তা নেব যাতে এটি যথাযথ, মানসম্পন্ন এবং উচ্চ মানসম্পন্ন হয়।

জার্মানীর রাষ্ট্রদূত আচিম ট্রোস্টার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে সাক্ষাতে করতে এলে তিনি এ কথা বলেন। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব মো. নাঈমুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সব মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে হাইকোর্টের বিচারপতি খন্দকার দিলীরুজ্জামানের নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সরকার। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই তদন্তে সহায়তা নেয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জাতিসংঘের (ইউএন) সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

প্রেস সচিব বলেন, জাতিসংঘ তাদের আগ্রহ ব্যক্ত করেছে এবং বাংলাদেশও আগ্রহ প্রকাশ করেছে। জার্মান রাষ্ট্রদূত আচিম ট্রস্টার জানিয়েছেন, এছাড়াও তার দেশ বাংলাদেশের পাশে থাকবে। বাংলাদেশের সঙ্গে জার্মানীর দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক রয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

ধর্মীয় উগ্রবাদ সম্পর্কে রাষ্ট্রদূত বলেন, যারা ধর্মীয় উগ্রবাদের সহযোগী তাদের ব্যাপারে জার্মানীর কোন সহানুভূতি নেই। তারা প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভাষণে দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে একটি স্বাধীন তদন্ত হবে। তিনি বলেন, তদন্ত কমিটি যারা দুর্বৃত্তদের চিহ্নিত করলে তাদের বিচার হবে। আচিম ট্রস্টার, বাংলাদেশে দূতাবাসের ধীর গতির ভিসা পদ্ধতিতে সদিচ্ছার অভাব নয় বরং সম্পদের সীমাবদ্ধতাকেই কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি ভিসা পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ও জার্মানীর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

জার্মানীর রাষ্ট্রদূত আজ কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য সরকার ঘোষিত শোক দিবসে তার শোক ব্যক্ত করেন। সোমবার মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এই শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অ্যাম্বাসেডর এ্যাট লার্জ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন, প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এই সময় উপস্থিত ছিলেন।

আরামবাগের করুণা সিনেমা হলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

হুগলি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : প্রেক্ষাগৃহের ভিতর দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে ভয়ে আঁতকে ওঠেন হলের কর্মী—সহ দর্শকরা। দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন তাঁরা। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলার আরামবাগ শহরের করুণা সিনেমা হলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় হুগলির আরামবাগের করুণা সিনেমা হলে শো শুরু হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই ঘটে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। হলের কর্মীরা লক্ষ্য করে হলের ভিতর হঠাৎ ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে। কিছুক্ষনের মধ্যে চোখে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখা যেন গ্রাস করেছে হলের একটি বৃহৎ অংশ। নিমেষে ছাই হয়ে যেতে থাকে অংশটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল। দমকল কর্মীদের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। কিছুক্ষনের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। প্রাথমিক অনুমান শর্ট-সার্কিটের কারণেই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আগুন লাগার কারণ জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। এপ্রসঙ্গে সিনেমা হলের ম্যানেজার জানান, হলের একটি এসি পুড়ে গেছে। সেখান থেকেই অগ্নিকাণ্ড হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

প্রথম ভারতীয় হিসেবে অলিম্পিকে অনন্য রেকর্ড গড়লেন মনু ভাকেব

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি.স.): চলতি অলিম্পিকে দ্বিতীয় পদক পেল ভারত এবং সেটা মনু ভাকের ও সরবজ্যোত—এর হাত ধরে। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতল মনু ভাকের-সরবজ্যোত সিং জুটি। সেই সঙ্গে ইতিহাস গড়লেন মনু। ১২৪ বছরের রেকর্ড ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। স্বাধীনতার পরে একমাত্র ভারতীয় মনু যিনি একই অলিম্পিকে জোড়া পদক জিতলেন। ব্রোঞ্জ মেডেলের ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়াকে ১৬-১০ ফলে হারিয়েছে এই ভারতীয় জুটি।

মনু ভাকেরের আগে ১৯০০ সালে ভারতীয় হিসাবে এই নজির ছিল নর্ম্যান প্রিচার্ডের। সেবার অলিম্পিকে অ্যাথলেটিক্স থেকে দুটি রুপো জিতেছিলেন তিনি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরে আর কোনও ভারতীয় ক্রীড়াবিদ একই অলিম্পিক থেকে জোড়া পদক জিততে পারেননি। সেই 'অসাধ্য' সাধন করলেন ভারতের শুটার মনু ভাকের।

অলিম্পিকে দ্বিতীয় পদক ভারতের, শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতার

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি.স.): অলিম্পিকের চতুর্থ দিনে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড টিম ইভেন্টে পদক জিতলেন ভারতের মনু ভাকের ও সরবজ্যোত সিংয়ের জুটি। ইতিহাস গড়লেন মনু। ১২৪ বছরের রেকর্ডকে তিনি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন। এই নিয়ে অলিম্পিকে ভারতের ঝুলিতে এল দুটি ব্রোঞ্জ পদক।

সরবজ্যোত এবং মনু ভাকেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমাদের শুটাররা দেশকে গর্বিত করেছে। মনু এবং সরবজ্যোতকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনারা দুর্দান্ত স্কিলের পাশাপাশি টিম গেম কেমন হয়, তা করে দেখালেন। দেশ আপনাদের জন্য গর্বিত।' এরপরই মনুর জন্য বিশেষ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী, 'অলিম্পিকে টানা দ্বিতীয় পদক। ধারাবাহিকতা, দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতার নিদর্শন।' ভারতীয় এই জুটিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়—ও।

রেল দুর্ঘটনায় কেন্দ্রকে তোপ তৃণমূল সাংসদ সাগরিকার

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): ঝাড়খণ্ডে লাইনচ্যুত হাওড়া থেকে মুম্বইগামী ১২৮১০ হাওড়া-সিএসএমটি (শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস) এক্সপ্রেস। ভারতীয় রেল জানিয়েছে, ট্রেন নম্বর ১২৮১০ হাওড়া-সিএসএমটি এক্সপ্রেস চক্রধরপুর ডিভিশনের রাজখরসওয়ান পশ্চিম আউটার এবং বারাবাম্বুর মাঝে চক্রধরপুরের কাছে লাইনচ্যুত হয়েছে। আর এই ঘটনায় কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ।

তিনি বলেন, আর কত মানুষ মারা গেলে, কত লোক আহত হলে সরকার জেগে উঠবে। কবে তারা বুঝবে যে, রেলের নিরাপত্তার জন্য কিছু করা হয়নি। এই দুর্ঘটনার পর কোথায় রেলমন্ত্রী, কোথায় প্রধানমন্ত্রী বলেও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন তরুণী, উদ্ধার বস্তাবন্দি লাশ, চাঞ্চল্য মঙ্গলদৈয়ে

মঙ্গলদৈ (অসম), ৩০ জুলাই (হি.স.) : মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন তরুণী। জীবন্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরা হলো না। উদ্ধার হয়েছে তাঁর বস্তাবন্দি লাশ। এ ঘটনায় মঙ্গলদৈয়ের বড়আঠিয়াবাড়িতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও শোকের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। কালো-সবুজ প্লাস্টিকের বস্তায় বন্দি তরুণীকে বড়আঠিয়াবাড়ির বছর ২০-এর জনৈক কৃষ্ণা ডেকা বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল সোমবার গ্রামের তাঁদের বাড়ির নিকটবর্তী মন্দিরে গিয়েছিলেন কৃষ্ণা ডেকা। এর পর থেকে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। আজ মঙ্গলবার সকালে বড়আঠিয়াবাড়ি গ্রামের কুয়াপাতা পাড়ায় বস্তায় বাঁধা তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

এ ঘটনায় বড়আঠিয়াবাড়িতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কান্নার রোল উঠেছে তার বাড়িতে। বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে বার বার মূর্ছা যাচ্ছেন তার মা। এদিকে তরুণী কৃষ্ণাকে যে বা যারা মেরেছে শীঘ্র তাদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, এমন-কি ফাঁসির সাজা দিতে গ্রামের মানুষ দাবি তুলেছেন।

ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কৃষ্ণা যে ওই সময় মন্দিরে যাচ্ছে তা কে জানত, এই প্রশ্নের সূত্র ধরে প্রাথমিকভাবে নানাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার।

ভারতীয় গণতন্ত্রে কাউকে মিথ্যা অভিযুক্ত করা যায় না : অখিলেশ যাদব

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ''অবৈধভাবে'' গ্রেফতার ও তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন ইন্ডি জোটের নেতারা। সেখানে উপস্থিত হন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবও। তিনি বলেছেন, 'আমি নির্বাচনের আগে একটি কথা বলেছিলাম, দিল্লির (কেন্দ্রীয় সরকার) পাশে এমন অনেক সংস্থা রয়েছে, যারা সময়ে সময়ে রাজনীতিবিদদের হয়রানি করে, এই সংস্থাগুলি বিচার পেতে দেয় না..আমরা ক্ষমতায় এলে এই ধরনের সংগঠন চিরতরে শেষ করে দেব। আমাদের গণতন্ত্রে কাউকে মিথ্যা অভিযুক্ত করা যায় না।'এদিনের প্রতিবাদ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির মন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির নেতা গোপাল রাই, এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পওয়ার, সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়াল প্রমুখ।

দু''দিনের জেলা সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, ঝাড়গ্রামে রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুই দিনের জেলা সফরে যাচ্ছেন। এই পর্বে ঝাড়গ্রামে যাবেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনের পর দক্ষিণবঙ্গের মাটিতে এই প্রথম পা রাখছেন তিনি। প্রাথমিকভাবে স্থির হয়েছে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের প্রাক্কালে একদিন আগেই তিনি সবুজ ঘেরা অরণ্য সুন্দরীর মাঝে পৌঁছে যাবেন ঝাড়গ্রাম জেলায়। আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন তিনি। রাজ্য সচিবালয় নবান্নের সূত্র মারফৎ এই খবর জানা গিয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/06/2024-25

Sl. NO	DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1	EE-IED/UDP/15/2024-25	₹ 8,24,414.00	₹ 16,488.00	30 Days	Upto 15.00 Hrs. on 17/08/2024	At 15.30 Hrs. on 17/08/2024

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
For and on behalf of the Governor of Tripura
ICA/C-1031/24

(ER. AMIT DEBBARMAY
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD(B) Udaipur, Gomati Tripura.
Mobile: 9402162303

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সকালে খালি পেটে এক কাপ জোয়ানের জল খেলেই ওজন কমবে দ্রুত

ওজন কমাতে সকাল হলেই দৌড়চ্ছেন? খাওয়াদাওয়াও চলছে মেপে? তা হলে সকালে উঠে খালি পেটে এক গ্লাস জোয়ানের জল খেয়ে দেখুন। ওজম কমবে দ্রুত। ভাল হবে হজমও। জোয়ানের জলের উপকারিতা

১. জোয়ান বিপাকহার বৃদ্ধি করে। গবেষণায় জানা গিয়েছে এতে থাকা থাইমল "গ্যাস্ট্রিক জুস"-নামে উৎসেচকের ক্ষরণ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

যার ফলে বিপাকহার দ্রুত হয়। বিপাকহার বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হল দ্রুত ক্যালোরি ক্ষয় হওয়া।

২. হজম ভাল হওয়ার জন্য খাওয়ার পর জোয়ান চিবিয়ে খেতে বলা হয়। বেশি খেলে অনেক সময় শরীরে অস্বস্তি হয়। পেট ফুলে যায়। উষ্ণ জলে নুন দিয়ে জোয়ান ভিজিয়ে খেলে সেই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

৩. শরীরে জমা হওয়া টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ বার করতে সাহায্য করে জোয়ানের জল। এর ফলে শরীর থাকে ঝরঝরে। গবেষণা বলছে, টক্সিন শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে বিপাকহার বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি, হজমশক্তি বাড়ে। যা ওজন কমানোর জন্য জরুরি।

কী ভাবে তৈরি করবেন জোয়ানের জল? এক চামচ জোয়ান রাতভর ভিজিয়ে রাখতে হবে। সকালে জলটা ভাল করে ফুটিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। ঈষদুষ্ণ তাপমাত্রায় জোয়ানের জল খেলে ফল মিলবে ভাল।

শরীরের অন্দর হোক বা বাহির ঘিয়ের ব্যবহার সর্বত্র

শরীরের অন্দর হোক বা বাহির ঘিয়ের ব্যবহার সর্বত্র। নানা রকম পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ ঘি হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আবার, ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতেও ঘিয়ের ভূমিকা রয়েছে। খাঁটি গরুর দুধের ঘিয়ে রয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। ত্বক এবং চুলের যত্নে কী কী ভাবে ঘি ব্যবহার করা যায়, জানেন?

১) ময়েশ্চারাইজার-ত্বকের আর্দতা বজায় রাখতে ঘি মাখেন অনেকে। ঘিয়ের মধ্যে রয়েছে ফ্যাটি অ্যাসিড। যা সহজে ত্বককে শুষ্ক হতে দেয় না। ২) লিপ বাম গরমকালেও ঠোঁট ফাটতে পারে। শরীরে জলের অভাব হলে অনেক সময়ে ঠোঁট ফাটে। বাজার থেকে কেনা বাম ব্যবহার না করে ঘি মাখতে পারেন।

৩) কন্ডিশনার-শ্যাম্পু করার আগে মাথার তালু এবং চুলের ডগায় হালকা গরম ঘি মাখতে পারেন। মাথার ত্বকের আর্দতা বজায় রাখার পাশাপাশি চুলের ডগা ফাটার সমস্যা রোধ করতেও সাহায্য করে এই উপাদান।

৪) ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখে-ঘিয়ের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। যা সহজে ত্বক বুড়িয়ে যেতে দেয় না। বাজার থেকে দাম দিয়ে অ্যান্টি-রিঙ্কল ক্রিম না কিনে ঘি মাখতে পারেন। মুখে বলিরেখা পড়বে না।

৫) চোখের কালি তুলতে- চোখের তলার কালি, ফোলা ভাব দূর করতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে রোজ সামান্য ঘি মাখতে পারেন। চোখের চারপাশে বলিরেখা পড়ার প্রবণতাও রুখে দিতে পারে এই উপাদান। ৬) কিউটিকল ক্রিম-নখের চারপাশ থেকে সমানে ছাল উঠছে। সালোঁয় গিয়ে ম্যানিকিয়োর করলে নখের ধারে কিউটিকল অয়েল মাখিয়ে দেওয়া হয়। দোকান থেকে সেই অয়েল না কিনে নখের চারপাশে ঘি মাখতে পারেন।

৭) ফাটা গোড়ালির জন্য-শুধু শীতকাল নয়, সারা বছরই শুষ্ক, ফাটা গোড়ালির সমস্যা। বাজার চলতি "ক্র্যাক ক্রিম" যদি কাজে না আসে, শোয়ার আগে পায়ে ঘি মেখে দেখতে পারেন।

হার্ট ভাল রাখার সহজ পন্থা হতে পারে প্রাণায়াম

ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সমানে হাঁপিয়ে উঠছেন। ঘরে-বাইরে কাজের চাপ! প্রাণ ভরে বাতাসটুকু নিতে দিচ্ছে না। অল্প বয়সে নানা রকম জটিল রোগ বাসা বাঁধছে শরীরে। উচ্চ রক্তচাপ! তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত ওষুধও খেতে হয়। রক্তচাপ বশে রাখতে না পারলেই বিপদ। হার্টের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়তে থাকে। যোগাসন বা জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করার সময় নেই। প্রশিক্ষকেরা বলছেন, কাজ থেকে বাড়ি ফিরে কিছুটা সময় প্রাণায়াম করতে পারলেও কিন্তু শরীরে রক্ত চলাচল ভাল হয়। হার্ট ভাল রাখতেও প্রাণায়াম করা জরুরি।

কোন তিন প্রাণায়াম হার্ট ভাল রাখতে সাহায্য করে? ১) ভ্রামরী-ভ্রামরী প্রাণায়াম আসলে মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। শব্দের কম্পন স্নায়ুর উত্তেজনা প্রশমন করে। রাগ, দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রা দূর হয় এবং রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে। শরীরের কোষকলাকে পুনরুজ্জীবিত করতে ভ্রামরী প্রাণায়ামের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

কী ভাবে করবেন? আরামদায়ক ভাবে পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসুন। হাত দু"টিকে চিন বা জ্ঞান মুদ্রায় (বুড়ো আঙুল ও তর্জনী জুড়ে হাতের তালুকে আকাশের দিকে রাখা হল জ্ঞান মুদ্রা, ওই ভাবেই নীচের দিকে রাখলে তা হল চিন মুদ্রা) দুই হাঁটুর উপর রাখুন। সোজা হয়ে বসে চোখ বন্ধ করে আরামদায়ক অবস্থায় রাখুন পুরো শরীরকে। এই প্রাণায়ামের সময় দুই ঠোঁট জোড়া অবস্থায় রাখলেও মুখের ভিতর দাঁতের দুই পাটির মাঝে সামান্য ফাঁক রাখতে হবে। এ বার ধীরে ধীরে দুই হাতের কনুই ভাঁজ করে তাদের দুই কানের কানের গহ্বরের কাছে নিয়ে যান। এ বার তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে কানের গহ্বর বন্ধ করে দিন বা কর্ণগহ্বরের পাশের টুপির মতো মাংসল অংশ চেপে কান বন্ধ ধরুন। তবে কোনও ভাবেই কানের ভিতরে কোনও আঙুল প্রবেশ করানো যাবে না।

২) অনুলোম-বিলোম

অনুলোমের ক্ষেত্রে এক দিকের নাক বন্ধ থাকবে। প্রথমে ডান দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, বাঁ দিক দিয়ে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার কাজ করতে হবে। পরে বাঁ দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, ডান দিক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের অভ্যাস করতে হবে। এই প্রাণায়ামে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে হবে তিন ধাপে। প্রথমে কিছুটা শ্বাস নিয়ে দু' সেকেণ্ড থেমে ফের শ্বাস নিতে হবে, তার পর আবার দু'সেকেণ্ড থেমে পুরো শ্বাস গ্রহণ করতে হবে। শ্বাস ছাড়ার সময়ও বজায় রাখতে হবে এই নিয়ম। বিলোমের বেলায় দুই নাক দিয়েই একই সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই শ্বাস নেওয়া প্রয়োজন। তবে অনুলোমের মতোই তা হবে তিন ধাপে। অর্থাৎ প্রথমে কিছুটা শ্বাস নিয়ে দু'সেকেন্ড থামতে হবে। আবার শ্বাস নিতে হবে। ফের দু'সেকেন্ড থেমে শেষ ধাপে পুরো শ্বাস নিতে হবে। ছাড়তেও হবে একই পদ্ধতিতে থেমে থেমে তিন ধাপে।

৩) কপালভাতি- আরামদায়ক কোনও একটি আসনের ভঙ্গিতে বসুন, তা পদ্মাসন, বজ্রাসন বা সুখাসনও হতে পারে। মাথা ও মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। দুই হাতকে জ্ঞান বা চিন মুদ্রার ভঙ্গিতে (বুড়ো আঙুল ও তর্জনী জুড়ে হাতের তালুকে আকাশের দিকে রাখা হল জ্ঞান মুদ্রা, ওই ভাবেই নীচের দিকে রাখলে তা চিন) রাখুন।

চোখ বন্ধ করে আরামদায়ক অবস্থায় রাখুন গোটা শরীর। স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শ্বাস নিন। শ্বাস ছাড়ার সময় পেটের পেশির উপর চাপ দিতে হবে। দ্রুত শ্বাস নিতে ও ছাড়তে হয়। এই ভাবে বার দশেক দ্রুত লয়ে এই পদ্ধতি অভ্যাসের পর মিনিট দুই স্বাভাবিক লয়ে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার কাজ সারুন। সবে সবে শুরু করলে প্রতি দশ বারে একটি সেট করুন। পাঁচটি সেটে সম্পূর্ণ হয় এই প্রাণায়ামের অভ্যাস।

ড্রাগন ফলের পুষ্টিগুণ

বিদেশি এ ফলটি হয়ে উঠেছে আমাদের একটি অন্যতম জনপ্রিয় ফল। এ দেশেও প্রচুর পরিমাণে চাষ হচ্ছে। ড্রাগন ফল সাধারণত চীন বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আগত। এই ট্রপিকাল ফলটি তার অনন্য বাহ্যিক গঠন, সুমিষ্ট স্বাদ এবং টেক্সচারের জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আজ জানাব ড্রাগন ফলের সুপার ফুড হয়ে ওঠার কারণ।

ড্রাগন ফল সুমিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এতে রয়েছে লো সুগার। ১০০ গ্রাম ড্রাগন থেকে গড়ে মাত্র ৯ গ্রাম সুগার পেয়ে থাকি। এর কোলেস্টেরলের পরিমাণ কম জা আমাদের হার্ট হেলথের জন্যও উপকারী। ড্রাগন ফলে সোডিয়ামের পরিমাণও বেশ কম হওয়ায় একে লো-সোডিয়াম ডায়েটেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি, আমাদের দৈনন্দিন চাহিদার অনেকটা আমরা পূরণ করতে পারি প্রতিদিন একটি ড্রাগন ফল খাওয়ার মাধ্যমে। এতে ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণও অনেক বেশি, এছাড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফলেট। ড্রাগন ফল বেশ কয়েকটি রঙের হয়ে থাকে, আমাদের দেশে সাধারণত গোলাপি বা বেগুনি রং, লাল রঙের পাশাপাশি সাদা রঙের ড্রাগন ফল বেশি দেখা যায়। এছাড়াও হলুদ রঙের ড্রাগন ফল অন্যান্য দেশে সচরাচর দেখা যায়। ড্রাগন ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও এন্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে- যা আমাদের বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে। সুগারের পরিমাণ কম থাকায় ডায়াবেটিস রোগীরা মাঝারি সাইজের ড্রাগন ফল দৈনিক একটি করে বা বড় সাইজের ড্রাগন ফল অর্ধেকটি দৈনিক মূল খাবারের পর খেতে পারেন- যা রোগীর সুগার লেভেলকে অ্যাফেক্ট করবে না।

আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও ড্রাগন ফল বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অলিগো স্যাকারাইডস- যা আমাদের শরীরের গুড ব্যাক্টেরিয়াল ফ্লোরাকে উজ্জীবিত রাখে যার ফলে এটি আমাদের হজম শক্তির বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হয়ে ওঠে। আমরা সবাই এজিং প্রোসেস নিয়ে চিন্তিত থাকি, এই ড্রাগন ফলের এন্টি অক্সিডেন্টস ও ভিটামিন সি আমাদের স্কিনের রিংকেলস, পিগমেন্টেশন, ডিসকালারেশন দূর করতে সহায়তা করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাওয়ার পাশাপাশি কিছুটা ড্রাগন ফলের পেস্ট ডিরেক্ট স্কিনে ব্যবহার করতে পারি, তাতে আরও বেশি উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে ড্রাই স্কিন ও স্কিন পিগমেন্টেশন থেকে নিরাময় পেতে। দুধের সঙ্গে ড্রাগন ফল দিয়ে স্মুদি তৈরি করে খুব সহজেই একটি হাই ক্যালসিয়াম ফুড দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখতে পারি- যা হাড়ের গঠনের জন্য উপকারী। যাদের চোখে ছানি আছে বা যাদের চোখের পাওয়ার কমে গেছে তাদের ক্ষেত্রে চোখের ছানি ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর করার জন্যও এটি উপকারী। ড্রাগন ফল ছানি পড়া ও এর ম্যাচুরিটি প্রোসেসকে স্লো ডাউন করতে পারে। প্রেগনেন্সি বা নার্সিং মা'দের জন্যও এর উপকারিতা অনেক। এর ভিটামিন বি, ভিটামিন সি, আয়রন- যা প্রেগনেন্সিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে কারও কারও ড্রাগন ফলে অ্যালার্জি হতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে কমলালেবুর জুড়ি মেলা ভার

শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে কমলালেবুর জুড়ি মেলা ভার। তবে কমলালেবুর খোসার গুণও নেহাত কম নয়। কমলালেবুর খোসায় রয়েছে নানা ধরনের ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, যা ত্বকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে। তা ছাড়া অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে ত্বকে যে ধরনের ক্ষতি হতে পারে, তা-ও রুখে দিতে পারে এই উপাদান।

বয়ঃসন্ধিতে ব্রণের সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। ঘরোয়া নিম, হলুদের প্যাকেও যদি সমস্যা দূর না হয়, সে ক্ষেত্রে কমলালেবুর খোসা কিন্তু দারুণ বিকল্প হতে পারে। আর কোন কোন উপকারে লাগে এই কমলালেবুর খোসা?

১) ব্রণ দূর করে

কমলালেবুর খোসায় এমন একটি উপাদান রয়েছে, যা ব্রণ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলিকে বিনাশ করে। তা ছাড়া, মুখে সেবামের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতেও সাহায্য করে কমলালেবুর খোসা।

২) ত্বকের জেল্লা বাড়িয়ে তোলে

ত্বকের আর্দতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে কমলালেবুর খোসা। কমলালেবুর খোসার মধ্যে যে ধরনের অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে, তা ত্বকের হারানো জেল্লা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

৩) উন্মুক্ত রন্ধ্র পরিষ্কার করে

ত্বকের মধ্যে থাকা গ্রন্থি থেকে তেল বা সেবাম বেরিয়ে মুখের ছোট ছোট ছিদ্রগুলি বুজিয়ে দেয়। সেখান থেকে মুখে সংক্রমণ বাড়তে পারে। কমলালেবুর খোসায় যে ধরনের অ্যাসিড রয়েছে, তা এই ছিদ্র বা পোর্সগুলি পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। ৪) দাগছোপ নিরাময়ে

ব্রণ সেরে যাওয়ার পর ত্বকে অনেক সময়েই ব্রণের দাগ থেকে যায়। এই ধরনের দাগ নিরাময়ে সাহায্য করে কমলালেবুর খোসা। ত্বকের হারানো জেল্লা ফিরে পেতেও সাহায্য করে এই উপাদান।

৫) ত্বক টান টান করে

কমলালেবুর খোসায় রয়েছে সাইট্রিক অ্যাসিড। যা ফ্রি র্যাডিক্যালের হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করে। ফলে ত্বক সহজে বুড়িয়ে যায় না। অল্প বয়সে বলিরেখা পড়ার ভয়ও থাকে না।

হাঁসের ডিমের পাতুরি

এই ঠান্ডায় রাত পর্যন্ত হেঁশেল ঠেলতে মোটেই ভাল লাগে না। অথচ খাবার টেবিলে নিত্যনতুন পদের জোগান দিতে হবে আপনাকেই। তাই সাত-পাঁচ ভেবে ফেরার পথে বাজার থেকে বেশ কয়েকটা হাঁসের ডিম কিনে এনেছেন। শীতের রাতে গরম ভাতের সঙ্গে হাঁসের ডিমের পাতুরি মন্দ লাগবে না। কিন্তু কী ভাবে তৈরি করবেন এই পাতুরি? রইল রেসিপি।

উপকরণ

হাঁসের ডিম: ৬টি

পোস্ত: ২ টেবিল চামচ

সাদা এবং কালো সর্ষে: ২ টেবিল চামচ

সাদা তিল: ২ টেবিল চামচ

সর্ষের তেল: ৩ টেবিল চামচ

কাঁচা লঙ্কা: ৫-৬টি

কলাপাতা: কয়েক টুকরো

নুন: স্বাদ অনুযায়ী

প্রণালী

১) প্রথমে হাঁসের ডিমগুলো ভাল করে সেদ্ধ করে নিন।

২) ডিম সেদ্ধ হতে হতে কলাপাতাগুলো আগুনে হালকা করে সেঁকে নিন।

৩) দুই ধরনের সর্ষে, পোস্ত, কাঁচালঙ্কা এবং সামান্য একটু নুন দিয়ে মিক্সিতে বেটে নিন।

৪) এ বার খোসা ছাড়িয়ে ডিমগুলো দু'ভাগ করে কেটে নিন।

৫) একটি পাত্রে ওই বাটা মশলার সঙ্গে সর্ষের তেল ভাল করে মিশিয়ে নিন। এর মধ্যে ডিমগুলো দিয়ে দিন।

৬) এ বার কলাপাতায় মশলা মাখানো অর্ধেক ডিম দিয়ে, তার উপর একটি করে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন।

৭) উপর থেকে কয়েক ফেঁটা সর্ষের তেল ছড়িয়ে কলাপাতা মুড়ে টুথপিক দিয়ে আটকে নিন।

৮) এ বার কড়াই বা চাটুতে সামান্য তেল ব্রাশ করে তার মধ্যে কলাপাতায় মোড়া ডিমগুলো সেঁকে নিন। ৯) টিফিন বাক্সের মধ্যে কলাপাতায় মোড়া ডিমগুলো সাজিয়ে, ফুটন্ত জলের মধ্যে রেখেও ভাপিয়ে নিতে পারেন।

নিয়ম করে জুম্বা করলেই ঝরবে ওজন

শরীর সুস্থ রাখতে হলে শরীরচর্চা জরুরি। রোজ নিয়ম করে শরীরচর্চা কিংবা ব্যায়াম করার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎকেরাও। তবে অনেকেই আছেন, যাঁদের জিমে গিয়ে ভারী ভারী ওজন তুলতে বা একঘেয়ে শরীরচর্চা করতে ভাল লাগে না। আপনারও কি জিমের নাম শুনলেই আলস্য আসে? ফিটনেসবিদদের মতে, শরীরচর্চা মানেই যে জিমে গিয়ে ভারী ওজন তুলতে হবে এমনটা নয়, জিমে না গিয়েও শরীরচর্চা করা যায়। ইদানীং অনেকেই শরীরচর্চার বিকল্প হিসাবে জুম্বাকে বেছে নিচ্ছেন। জুম্বা লাতিন আমেরিকার এক নৃত্যশৈলী তথা ব্যায়াম। সালসা ও অ্যারোবিকের যুগলবন্দি বলা যায় একে। কেবল ভুঁড়ি কমাতেই নয়, ক্রনিক অসুখ ঠেকাতেও এই ব্যায়ামে ভরসা রাখতে পারেন। জেনে নিন, জুম্বা করলে কী কী লাভ হয় শরীরের? ১) জুম্বা করলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের পেশির সঞ্চালন হয়। হৃদযন্ত্র ভাল রাখতেও এই ব্যায়াম বেশ উপকারী। নিয়মিত জুম্বা করলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে, শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে, ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অল্পবয়সিদের মধ্যে হৃদ্রোগের ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। জিমে যেতে না চাইলে জুম্বা ক্লাসে ভরতি হতেই পারেন।

ভেবেচিন্তে খাওয়াদাওয়া করার অনেক ধরনের উপকার আছে

ভেবেচিন্তে খাওয়াদাওয়া করার অনেক ধরনের উপকার আছে। তার মধ্যে সবের আগে যেটি দেখা যায়, তা হল, এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টির উপাদান পায় শরীর। কিন্তু এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা নানা রকম খাবার খান না। তা স্বাস্থ্যের কারণেই হোক বা স্বাদের কারণে। তাঁদের শরীরের মাঝেমধ্যেই পুষ্টির কিছু উপাদানের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। সে সব লক্ষণ চিনে নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। যাতে বড় কোনও সমস্যার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়। শরীরে যেন পুষ্টির ঘাটতি না হয়, সে কারণে চিকিৎসকেরা নানা রকম রক্তপরীক্ষা করে, শরীরের হল বুঝে কাউকে কোনও নির্দিষ্টি ভিটামিন, কাউকে মাল্টি ভিটামিন, কাউকে আবার অন্য সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার পরামর্শ দেন। তবে বিচার বিবেচনা না করে কোনও কিছুই খাওয়া উচিত নয়। ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্টের মধ্যে অনেক ধরনের উপাদান থাকে। একটি উপাদান হয়তো আপনার শরীরের জন্য কাজে এল। কিন্তু বাকি উপাদানের অতিরিক্ত প্রবেশ সমস্যা তৈরি করতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ভিটামিন ও বিভিন্ন ধরনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়া বন্ধ করতে হবে। জেনে নিন, কোন কোন ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট একসঙ্গে খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

১) ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে ক্যালশিয়াম বা মাল্টি ভিটামিন: ম্যাগনেশিয়ামের সাপ্লিমেন্ট খেলে তার সঙ্গে ক্যালশিয়ামের দাওয়াই বা মাল্টিভিটামিনের বড়ি ভুলেও খাবেন না। ম্যাগনেশিয়ামের সাপ্লিমেন্ট মনকে শান্ত করে, পেশিকে নমনীয় করে। তবে তার সঙ্গে ক্যালশিয়াম বা মাল্টিভিটামিন খেলে কোনও লাভই হবে না। দু'টো দাওয়াই খেতেই হলে মাঝে অন্তত দু' ঘণ্টা সময় ছাড়তে হবে।

২) ভিটামিন ডি, ই ও কে: বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ভিটামিন ডি-এর ক্যাপসুলের সঙ্গে ভিটামিন ই ও কে ক্যাপসুল খেলে শরীরে ভিটামিন ডি-এর শোষণ কমে যায়। একান্তই এই সব ওষুধ খেতে হলে মাঝে অন্তত দু'ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান রাখা জরুরি।

৩) কপার ও জিঙ্ক: শরীরে কপারের ঘাটতির জন্য যদি কেউ কপার সাপ্লিমেন্ট খেতে শুরু করেন তাহলে জিঙ্কের সাপ্লিমেনিট এড়িয়ে চলাই ভাল। জিঙ্ক শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করলেও কপারের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করলে হিতে বিপরীত হয়। কোনও খনিজকেই শরীর ভাল ভাল শোষণ করতে পারে না।

৪) আয়রন ও গ্রিন টি: শরীর চাঙ্গা রাখতে গ্রিন টি খাওয়াই যায়। উচ্চ রক্তচাপ খেতে কোলেস্টেরল সব রোগের ক্ষেত্রেই গ্রিন টি খাওয়া উপকারী। হজমশকক্তি ভাল খরতেও এই চায়ের জুড়ি মেলা ভার। তবে আয়রনের সাপ্লিমেন্টের সঙ্গে এই চা খাওয়া মোটেও ভাল নয়। শরীরে আয়রনের শোষণ কমে যায়। ৫) ভিটামিন সি ও ভিটামিন বি১২: এই দুই ভিটামিন একসঙ্গে খেলে কোনও লাভ হয় না শরীরের। ভিটামিন সি, ভিটামিন বি১২কে ভেঙে দেয়। ফলে ভিটামিন বি১২ রক্তে মিশে যেতে পারে না। তাই এই দুই ভিটামিন খেলে দু'ঘণ্টার ব্যবধান রাখতে হবে মাঝে।

লবঙ্গের নানা গুণ

খুসখুসে কাশি মুখে একটু লবঙ্গ রাখলেই কমে যায়। ঠান্ডালাগার সমস্যায় লবঙ্গ হল সঞ্জীবনীর মতো। লবঙ্গের গুণে সর্দি-কাশির সমস্যা থেকে দ্রুত মুক্তি পাওয়া যায়। অনেক সময় হালকা ঠান্ডা লাগলে মুখে লবঙ্গ রাখার পরামর্শ দেন চিকিতকেরাই। লবঙ্গ চিবোলে শুধু যে সর্দি-কাশি, জ্বর কমে তা-ই নয়, শরীরের আরও অনেক উপকার হয়।

জানেন সেগুলি কী? ১) মুখের দুর্গন্ধ তাড়ানোর একটি উপায় হল লবঙ্গ। অনেক সময় দু'বেলা দাঁত মেজেও দুর্গন্ধ যেতে চায় না। ব্যাক্টেরিয়ার কারণেই মূলত এই দুর্গন্ধ হয়। তবে মুখে লবঙ্গ রাখলে সেই সমস্যা আর হবে না। ২) হজমের গোলমাল হলে সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ খাবেন না। বরং মুখে রাখুন লবঙ্গ। কয়েক মুহূর্তে স্বস্তি পাবেন। শুধু হজমের সমস্যার সমাধানে নয়, প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও লবঙ্গ দারুণ উপকারী। দিনে একটা লবঙ্গ মুখে রাখলেও উপকার পাবেন। ৩) লিভার সুস্থ রাখতেও লবঙ্গের জুড়ি মেলা ভার। অ্যান্টি- অক্সিড্যান্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান সমৃদ্ধ লবঙ্গের গুণে ভাল থাকে লিভার। হজমের গোলমাল ঠেকাতে যে হেতু পারদর্শী লবঙ্গ, তাই লিভারের খেয়াল রাখতেও চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখতে পারেন লবঙ্গের উপর। ৪) লবঙ্গ পেশির ব্যথা, যন্ত্রণা তাড়াতেও ওষুধের মতো কাজ করে। হাঁটুর ব্যথায় কাতর অনেকেই। বসলে উঠতে পারেন না, উঠলে আবার বসা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। এমন সমস্যায় ভুগছেন যাঁরা, লবঙ্গ মুখে রাখলে তাঁরা কিন্তু অনেকটাই স্বস্তি পাবেন। ৫) শরীরের সামগ্রিক সুস্থতা রক্ষায় লবঙ্গের গুণ অনেক। ভিতর থেকে ফিট থাকতে লবঙ্গ সত্যিই ভীষণ উপকারী। সারা দিনে যদি একটা লবঙ্গও চিবোতে থাকেন, তা হলে অনেক সুফল পাবেন।

সৌরশক্তি প্ল্যান্টের মাধ্যমে নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহারের উপর উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্ব আরোপ

৬৭৬৪ কেডব্লিউপি উৎপন্ন করে সাশ্রয় ৯৭.৯ লক্ষ টাকা

মালিগাঁও, ৩০ জুলাই, ২০২৪: ২০৩০ সালের মধ্যে শূন্য কার্বন নির্গমনের লক্ষ্য অর্জন করতে ভারতীয় রেলওয়ের নীতির সাথে সংগতি রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে। ফসিল ইন্ধনের উপর নির্ভরতা আরও কম করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রের সার্ভিস বিল্ডিং ও অন্যান্য স্থাপনাগুলিতে রুফ-টপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের দ্বারা আরও অধিক সবুজ শক্তি উৎপন্ন করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নবীকরণযোগ্য শক্তির মাধ্যমে শক্তির চাহিদা পূরণ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে ১.৪৫ মিলিয়ন ইউনিট শক্তি উৎপন্ন করা হয়েছে এবং এর ফলে সাশ্রয় হয়েছে ৯৭.৯ লক্ষ (আনুমানিক) টাকা। নন-ট্র্যাকশন শক্তি ব্যবহারের জন্য, উন্নত পাওয়ার ফ্যাক্টর, সময়মতে টাকা পরিশোধ করা হলে রেহাই ইত্যাদির জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ৬৬.৭ লক্ষ (আনুমানিক) টাকাও সাশ্রয় করেছে। 'গো গ্রিন' অভিযানের অধীনে ২০২৪-এর জুন পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন স্টেশন ও অন্যান্য সার্ভিস বিল্ডিঙে ইতিমধ্যে স্থাপন করা রুফ টপ প্যানেলের মাধ্যমে ৬৭৬৪ কিলো ওয়াট পিক (কেডব্লিউপি) উৎপন্ন করা হয়েছে। নিজেদের ব্যবহারের জন্য কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, রঙিয়া, লামডিং ও তিনসুকিয়া ডিভিশন যথাক্রমে ৬১০ কেডব্লিউপি, ৩৮১ কেডব্লিউপি, ১০৬৬ কেডব্লিউপি, ১০২০ কেডব্লিউপি এবং ১৯০ কেডব্লিউপি সৌর শক্তি উৎপন্ন করছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় চত্বর এবং গুয়াহাটি সাব-ডিভিশনাল ইউনিট একত্রিতভাবে ১৪৯৭ কেডব্লিউপি উৎপন্ন ক্ষমতা স্থাপন করেছে। দুটি ওয়ার্কশপ যথাক্রমে নিউ বঙাইগাঁও ও ডিব্রুগড়েও ১০০০ কেডব্লিউপি করে ক্ষমতা স্থাপন করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অসম ও ত্রিপুরার অন্তর্গত ২৪টি স্টেশন এবং অন্যান্য ফিল্ড অফিস বিল্ডিঙে সোলার রুফ টপ প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে, যা ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ৬৪২ কেডব্লিউপি উৎপন্ন করেছে। লামডিং ডিভিশনের উদয়পুর এবং রঙিয়া ডিভিশনের বামুনিগাঁও, আজারা, গহপুর, বরপেটা রোড, দুধনৈ ও কৃষ্ণাই ইত্যাদির মতো প্রধান স্টেশনগুলিতে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ২১০০টি বিএলডিসি ফ্যান জোনের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাকশন মোটোরের পরিবর্তে ব্রাশলেস মোটোর ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে প্রতিটি সিলিং ফ্যানে ৩২ ওয়াট করে সাশ্রয় করা হয়েছে। এর ফলে ৬৭২০০ ওয়াট এবং ৮০৬ ইউনিট (আনুমানিক) শক্তির ব্যবহার সাশ্রয় করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সমস্ত সম্ভাব্য স্টেশন বিল্ডিং, সার্ভিস/অফিস বিল্ডিং, আবাসিক বিল্ডিং ও এলসি গেটগুলিতে সোলার প্ল্যান্ট স্থাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের শক্তির প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সৌর শক্তির সর্বাধিক ব্যবহার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যার ফলে স্টেশন ও অন্যান্য সার্ভিস বিল্ডিংগুলির দৈনন্দিন শক্তির শক্তির চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে। পরিবেশ অনুকূলের পাশাপাশি এর ফলে রেলওয়ের জন্য মূল্যবান খরচ ও দেশের জন্য বিদেশি মুদ্রা সাশ্রয় করতে সহায়ক হবে।

কৃষকদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ : শিবরাজ সিং চৌহান

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): কৃষকদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। মঙ্গলবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যতদূর কৃষকদের কল্যাণের বিষয়, এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার।' কংগ্রেসকে আক্রমণ করে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'আপনাদের (ইউপিএ) সরকারের সময়, স্বামীনাথন রিপোর্ট ২০০৬ সালে এসেছিল এবং সেই রিপোর্ট অনুযায়ী কৃষকদের জন্য এমএসপি খরচের ৫০ শতাংশ যোগ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। তাঁদের (ইউপিএ) সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে।'

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আরও বলেছেন, কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের অধীনে ৭২ হাজার প্রকল্প দেশজুড়ে তৈরি করা হয়েছে। এর জন্য ৭৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি সরকার বিনিয়োগ করছে বলে তিনি জানান। এই প্রকল্পটি ২০২০ সালে শুরু করা হয়, শস্যের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়াও কৃষিকাজে সৃজনশীল ক্ষমতার প্রয়োগ এবং কৃষি পরিকাঠামোগত উন্নয়নে আরও বিনিয়োগের সম্ভাবনা বাড়াতে এই প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছিল।

লোকসভায় এদিন অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তরকালে চৌহান বলেন, কৃষকরা যাতে শস্যের প্রকৃত দাম পায়, তার জন্য সরকার সব রকমের ব্যবস্থা চালাচ্ছে।

অসমের দ্বাত্রিংশতম রাজ্যপাল পদে শপথ লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য্যের

গুয়াহাটি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : অসমের দ্বাত্রিংশতম রাজ্যপাল পদে শপথ নিলেন লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে স্থানীয় শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের মিলনায়তনে অসমের ৩২-তম রাজ্যপাল হিসেবে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস বিজয় বিষ্ণোই। নবাগত রাজ্যপালের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সপত্নীক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, প্রায় সব মন্ত্রী, কয়েকজন সাংসদ—বিধায়ক, মুখ্যসচিব ড. রবি কোটা, পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক, বিজেপির নেতৃবর্গ এবং বহু সরকারি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য বিদায়ী রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। গুলাবচাঁদ কাটারিয়াকে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল করে বদলি করা হয়েছে।

তদুপরি কাটারিয়াকে চণ্ডীগড়ের প্রশাসক হিসেবেও নিযুক্তি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। গত বছর ২০২৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্র প্রেক্ষাগৃহে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে অসমের ৩১-তম রাজ্যপাল হিসেবে পদ ও গোপনীয়তার শপথ নিয়েছিলেন গুলাবচাঁদ কাটারিয়া। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের তদা৪নীন্তন প্রধান বিচারপতি জাস্টিস সন্দীপ মেহতা।

প্রসঙ্গত, ৫৯ বছর বয়সি লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যকে মণিপুরের রাজ্যপাল হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছেন রাষ্ট্রপতি। অসমের আগে তিনি সিকিমের রাজ্যপাল ছিলেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রাক্তন কার্যকর্তা এবং উত্তরপ্রদেশ বিজেপির উপ-সভাপতি। এছাড়া ছিলেন উত্তরপ্রদেশ আইন পরিষদের সদস্য।

শিলঙে অনুষ্ঠিত হবে উত্তেজনাপূর্ণ তাওয়াং ম্যারাথন প্রমো, ঘোষণা অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী খান্ডুর

ইটানগর, ৩০ জুলাই (হি.স.) : মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙে অনুষ্ঠিত হবে উত্তেজনাপূর্ণ তাওয়াং ম্যারাথন প্রমো, ঘোষণা করেছেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং অরুণাচল প্রদেশ সরকার যৌথভাবে আয়োজিত তাওয়াং ম্যারাথন এ বছর একটি দুর্দান্ত ইভেন্ট হতে চলেছে। মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু ম্যারাথনের মহিমা বর্ণনা করে অরুণাচল প্রদেশের সৌন্দর্য অনুভব করতে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের দৌড়বিদদের একত্রিত করার ক্ষমতা উল্লেখ করেছেন। ম্যারাথনে প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ এবং নবাগত উভয়ের জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এর লক্ষ্য অরুণাচল প্রদেশের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলে ধরে এক অনন্য আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা প্রদান করা।উত্তেজনাপূর্ণ ম্যারাথন প্রমো আগামী ১৭ আগস্ট বিশেষ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হবে শিলঙে। এতে ইভেন্টের মাসকট 'টিএবিওএস' (টাবোস) থাকবে। প্রচারমূলক এই ইভেন্ট ম্যারাথনের অনন্য আবেদনের আভাস দেবে এবং আরও বহু অংশগ্রহণকারীকে উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কলকাতার জোড়াসাঁকোয় গাড়ি চুরির চেষ্টা, ধৃত অভিযুক্ত

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি.স.): কলকাতায় গাড়ি চুরির চেষ্টার অভিযোগ। জোড়াসাঁকো থানার তৎপরতায় গ্রেফতার অভিযুক্ত। ধৃতের নাম জাওয়াদ আহমেদ। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতার জোড়াসাঁকো এলাকায় গাড়ি (ট্যাক্সি) রেখে হোটেলে খেতে যান চালক মহম্মদ ফিরোজ আলম। সেই সময় গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অভিযুক্ত জাওয়াদ। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেই গাড়ির চালককে ধাক্কা মেরে পালানোর চেষ্টা করে ওই দুষ্কৃতী। মারাত্মক জখম হলেও চিৎকার করে তাকে আটকাতে যান গাড়ি চালক। তাঁর চিৎকারে লোকজন ছুটে এলে গাড়ি ছেড়ে পালায় অভিযুক্ত।

অমরনাথ যাত্রা চলছে নির্বিঘ্নেই, ৩১ দিনে দর্শন ৪.৬৬ লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর

শ্রীনগর, ৩০ জুলাই (হি.স.): বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা চলছে সুষ্ঠুভাবে ও নির্বিঘ্নেই। বিগত ৩১ দিনে অমরনাথের পবিত্র গুহা দর্শন করেছেন ৪.৬৬ লক্ষাধিক পুণ্যার্থী। মঙ্গলবার সকালেই পুণ্যার্থীদের আরও একটি দল অমরনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। এক হাজার ৪৭৭ জন পুণ্যার্থীর একটি দল মঙ্গলবার সকালে জম্মুর ভগবতীনগর বেস ক্যাম্প থেকে পবিত্র অমরনাথ গুহা অভিমুখে রওনা দিয়েছেন। এই দলে ছিলেন ১,১৪২ জন পুরুষ, ২৫৪ জন মহিলা, তিনটি শিশু, ৬৬ জন সাধু ও ১২ জন সাধ্বী। এদের মধ্যে ৩৭৭ জন বালতাল ও ১,১০০ জন পহেলগাঁও রুটে যাত্রা করেছেন। ভোর ৩.২৫ মিনিট নাগাদ পুন্যার্থীরা বেস ক্যাম্প ছেড়ে রওনা হন। এরপর সকালের দিকে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

কেরলের ওয়ানাডে ভূমিধসে মৃত্যু বেড়ে ৮০; আহত বহু, আরও প্রাণহানির শঙ্কা

ওয়ানাড, ৩০ জুলাই (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিতে ভয়াবহ ভূমিধস। কেরলের ওয়ানাডের মেপ্পাডির কাছে পাহাড়ি এলাকায় ধস নেমে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৮০ জনের। জখম হয়েছেন ১১৬ জনের বেশি। এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে ২৫০ জনকে। ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও অনেকে আটকে থাকতে পারেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে একটি সেতু। গোটা এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তলিয়ে গিয়েছে বহু ঘর-বাড়ি।কেরল সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভূমিধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮০। জনগণকে উদ্ধারের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টা করা হচ্ছে। আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করা হয়েছে। উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে কেরলের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, এনডিআরএফ এবং সেনা জওয়ানরা। এসেছে বায়ুসেনাও। ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে বায়ুসেনার হেলিকপ্টার, এমআই ১৭ ও একটি এএলএইচ। নৌসেনাকেও উদ্ধারকাজে লাগানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেরলের মন্ত্রী বীনা জর্জ। ধ্বংসস্তূপে কেউ চাপা পড়ে রয়েছে কিনা সেই বিষয়ে জানতে স্নিফার ডগ ও ড্রোনের সাহায্য নিচ্ছে কেরল পুলিশ। তবে প্রবল বৃষ্টির জেরে বারবার ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ।

রেল দুর্ঘটনায় মন্ত্রীকে নিশানা সাংসদ প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): ঝাড়খণ্ডে লাইনচ্যুত হয়ে গেল হাওড়া থেকে মুম্বইগামী ১২৮১০ হাওড়া-সিএসএমটি (শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস) এক্সপ্রেস। ভারতীয় রেল জানিয়েছে, ট্রেন নম্বর ১২৮১০ হাওড়া-সিএসএমটি এক্সপ্রেস চক্রধরপুর ডিভিশনের রাজখরসওয়ান পশ্চিম আউটার এবং বারাবাম্বুর মাঝে চক্রধরপুরের কাছে লাইনচ্যুত হয়েছে। আর এই ঘটনায় রেলমন্ত্রীকে নিশানা করলেন শিবসেনা ইউবিটির রাজ্যসভার সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী।

তিনি বলেন, রেলমন্ত্রী ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করবেন, তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেবেন এবং তারপরেই আত্মপ্রচার করতে ইনস্টাগ্রামে রিল বানাতে শুরু করবেন। প্রসঙ্গত, রেল দুর্ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি— সহ একাধিক বিরোধী নেতা—নেত্রীও।

সুখবর ! ৫ আগস্ট থেকে নিউ গড়িয়া-রুবি রুটে চালু হবে বাড়তি মেট্রো

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি.স.): আগামী ৫ আগস্ট থেকে কবি সুভাষ (নিউ গড়িয়া) থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (রুবি) রুটে বাড়তি মেট্রো পরিষেবা চালু হতে চলেছে। যার ফলে সারাদিনে এই করিডোরে ৭৪টি মেট্রো চলাচল করবে। বর্তমানে এই রুটে চলে মাত্র ৪৮টি মেট্রো। একইভাবে ৫ আগস্ট থেকে বাড়তে চলেছে গোটা দিনের পরিষেবার সময়সূচি।এই মুহূর্তে সকাল ৯ টায় মেট্রো পরিষেবা চালু হয়। দিনের শেষ মেট্রো দুই প্রান্তিক স্টেশন থেকে বিকেল ৪ টে ৪০ মিনিটে ছেড়ে যায়। ৫ আগস্ট থেকে সকাল ৮ টা থেকেই চালু হয়ে যাবে মেট্রো পরিষেবা। দুই প্রান্তিক স্টেশন থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৮ টায়।

ভূমিধস-প্রবণ এলাকার ম্যাপিং অত্যন্ত জরুরি, লোকসভায় অভিমত রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): কেরলের ওয়ানাডে ভূমিধসে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কেরলের ওয়ানাডের প্রাক্তন সাংসদ রাহুল গান্ধী। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাহুল অনুরোধ জানিয়েছেন, 'আমাদের দেশে গত কয়েক বছরে ভূমিধসের ঘটনার বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। ভূমিধস-প্রবণ এলাকার ম্যাপিং এবং পরিবেশগতভাবে ভঙ্গুর অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্রমবর্ধমান ফ্রিকোয়েন্সি মোকাবেলার জন্য প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য জরুরি প্রয়োজন রয়েছে।'রাহুল গান্ধী এদিন লোকসভায় আরও বলেছেন, 'মঙ্গলবার ভোরে ওয়ানাড বিধ্বংসী ভূমিধসের কবলে পড়ে। ৭০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। মুন্ডাক্কাই গ্রামটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, প্রাণহানি এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এখনও নির্ণয় করা যায়নি। আমি প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্ধার ও চিকিৎসা সেবার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি। মৃত ব্যক্তিদের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দিতে অনুরোধ করছি, যদি সেই ক্ষতিপূরণ বাড়ানো যায়।'

বোলপুর হত্যাকাণ্ড : মূল অভিযুক্তকে আদালতে পেশ, বাইরে বিক্ষোভ

বোলপুর, ৩০ জুলাই (হি.স.): স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানকে একসঙ্গে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল বোলপুরের রজতপুর নতুনগীত গ্রামে। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত চন্দন শেখকে মঙ্গলবার বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালতের বাইরে চন্দন ও তার প্রেমিকা স্মৃতি বিবির ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান রজতপুর, লোহাগড়-সহ একাধিক এলাকার বাসিন্দারা। রীতিমতো ব্যানার-পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা। উল্লেখ্য, জুলাই মাসে বোলপুরের রজতপুর নতুনগীত গ্রামে বাড়ির মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় রূপা বিবি ও শিশু সন্তান আয়ান শেখের। ঘটনার একদিন পর বর্ধমানের বেসরকারি হাসতাপালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় গৃহকর্তা আব্দুল আলিমের। পুলিশ তদন্তে নেমে আব্দুল আলিমের ভাইয়ের স্ত্রী স্মৃতি বিবি ও তার প্রেমিক চন্দন শেখকে গ্রেফতার করে। প্রাথমিকভাবে অভিযুক্তরা মুখ না খুললেও পুলিশি জেরায় দু''জনেই ভেঙে পড়ে। তারপর থেকে অভিযুক্তরা পুলিশ হেফাজতে ছিল। মঙ্গলবার মূল অভিযুক্ত চন্দন শেখকে বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

অধ্যক্ষ বিমানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব বিজেপির, ১৬টি অভিযোগ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিধানসভার সচিবের কাছে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছে বিজেপির পরিষদীয় দল। মঙ্গলবার বিজেপি বিধায়কদের স্বাক্ষর সম্বলিত প্রস্তাব রাজ্য বিধানসভার সচিবের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সচিব সুকুমার রায়ের কাছে প্রস্তাবটি জমা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'আমরা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছি।স্পিকার গত ৩ বছর ধরে বিরোধীদের প্রতি অপক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা সংবিধানকেও উপেক্ষা করেছেন।' উপ-নির্বাচনে জয়ীদের শপথবাক্য পাঠ করানো নিয়েও স্পিকারের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছেন শুভেন্দু, বিরোধী দলনেতার কথায়, 'মোট ১৮টি নির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে।'

মেঘভাঙা বৃষ্টি মনিকরণে, তলিয়ে গেল দোকান

কুল্লু, ৩০ জুলাই (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলার মণিকরণ উপত্যকার তোশ পাহাড়ে মেঘ-ভাঙা বৃষ্টি। এর ফলে ওই এলাকায় একটি সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও একাধিক দোকান ভেসে গেছে। যদিও এখনও কোনও হতাহতের খবর পাওনা যায়নি।

জানা গেছে, মেঘভাঙা বৃষ্টিতে এই অঞ্চলে একটি সেতু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।কুল্লু প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এলাকায় ড্রেজিং করে বড় বিপর্যয় প্রতিরোধ করা গেছে। এই ব্যবস্থা না নিলে, হরপা বান কসৌলি বাজারে পৌঁছতে পারত, যার পরিণতি হতো মারাত্মক। তবে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করতে একটি দল ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে।

দিল্লিগামী বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি, বাগডোগরায় ফিরলো উড়ান

শিলিগুড়ি, ৩০ জুলাই (হি.স.): রওনা দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানবন্দরে ফিরে এল একটি বিমান। মঙ্গলবার বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল স্পাইসজেটের বোয়িং ৭৩৭ বিমান। তবে রওনার কিছুক্ষণের মধ্যে বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটি খেয়াল করেন চালক। তৎক্ষণাৎ বিমান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনা হয় বাগডোগরা বিমানবন্দরে।

সংস্থার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, সকল যাত্রী সুরক্ষিত রয়েছেন। বিমানটির জরুরি অবতরণের প্রয়োজন পড়েনি। নিরাপদেই বাগডোগরা বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে উড়ানটি।

ওয়ানাড-সহ কেরলের ৪ জেলায় ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা, পূর্বাভাস আইএমডি-র

তিরুবনন্তপুরম, ৩০ জুলাই (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিতে ভাসছে কেরল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কেরলের ওয়ানাডে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যেই ফের নতুন করে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হল। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কেরলের কোঝিকোড়, মলপ্পুরম, ওয়ানাড এবং কাসারাগড় এলাকায় ভারী বৃষ্টি সম্ভাবনা রয়েছে, এই জেলাগুলিতে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও পাথানমথিত্তা, আলাপ্পুঝা, কোট্টায়াম, এর্নাকুলাম, ইদ্দুকি, ত্রিশূর, পালাক্কাডে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা।

ঝাড়খণ্ডে ট্রেন দুর্ঘটনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, মেরামতি শুরু রেলের

রাঁচি, ৩০ জুলাই (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের চক্রধরপুরে লাইনচ্যুত হয়ে যায় হাওড়া-মুম্বই এক্সপ্রেসের ১৮টি বগি। মঙ্গলবার ভোরে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে যাত্রীবাহী ট্রেনটি। এই দুর্ঘটনার ফলে এখনও পর্যন্ত দু''জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম কমপক্ষে ২০ জন। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ওই এলাকাতেই একটি মালগাড়িও লাইনচ্যুত হয়েছে।

এনসিপি নেতা নবাব মালিকের জামিন সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন এনসিপি নেতা নবাব মালিক। আর্থিক তছরুপ মামলায় গ্রেফতার হওয়া নবাব মালিককে মঙ্গলবার জামিন দিল দেশের শীর্ষ আদালত। প্রবীণ নেতার শারীরিক অসুস্থতার জন্য জামিনের আবেদন জানানো হয়েছিল। বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী এবং সতীশ চন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ এনসিপি নেতার জামিন মঞ্জুর করেছে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, বোম্বে হাইকোর্টে নবাব মালিকের জামিনের আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন বৈধ থাকবে। উল্লেখ্য, এদিনই গরু পাচার মামলায় জামিন পেয়েছেন বীরভূমের তৃণমূল অনুব্রত মণ্ডল। বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী এবং সতীশ চন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চেই তৃণমূল নেতার জামিন মঞ্জুর হয়েছে। মঙ্গলবার ডিভিশন বেঞ্চ অনুব্রতের জামিন মঞ্জুর করলেও এখনই তিনি দিল্লির তিহাড় থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না। সিবিআই মামলায় জামিন পেলেও ইডি-র মামলা এখনও ঝুলে রয়েছে।

ওয়ানাডে ভূমিধস : আর্থিক সাহায্য-সহ একাধিক সহায়তা তামিলনাড়ু সরকারের

ওয়ানাড, ৩০ জুলাই (হি.স.): কেরলের ওয়ানাডে ভয়াবহ ভূমিধসে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৬৩ জনের। জখম কমপক্ষে ৭০। প্রবল বৃষ্টির মাঝেই চলছে উদ্ধারকাজ। কেরলের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে পুলিশ, এনডিআরএফ, সেনা, নৌসেনা ও বায়ুসেনা। এই পরিস্থিতিতে কেরলের পাশে দাঁড়াল তামিলনাড়ু সরকার। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে সবরকম সাহায্যের

গৃহবধূ কাজলি দেবের মৃত্যুর ঘটনা খতিয়ে দেখতে তার বাড়িতে গেলেন মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ জুলাই: গৃহবধূ কাজলি দেবের অস্বাভাবিক মৃত্যু ,নাকি আত্মহত্যা তা খতিয়ে দেখতে কাজলী দেবের বাড়িতে গেলেন মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি দল। বিয়ের মাত্র নয় মাসের মধ্যে কাজলী দেবের মৃত্যু অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। যদিও কাজলি দেবের স্বামীর পরিবার অর্থাৎ নয়াপাড়া ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশ্ব দেবের পরিবার কাজলির মৃত্যুকে নেহাত একটি আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু কাজলী দেবের পরিবার কোনভাবেই তা মানতে নারাজ।মাত্র নয় মাসের মাথায় শ্বশুরের কথা শুনে আত্মঘাতী হবে কাজলি দেব তা হতে পারে না। তাই অনেকের মতে কাজলী দেবকে মেরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং তার প্রকৃত বিচার হওয়া একান্ত দরকার। প্রথমে শ্বশুরবাড়ির দেবর বিপ্র দাস গ্রেপ্তার হয় এবং পরবর্তী সময় ধর্মনগর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে স্বামী বিশ্ব দাস পুলিশের জালে গ্রেপ্তার হয়।মঙ্গলবার ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে রত্না কর দেবনাথ সহ এক প্রতিনিধি দল কাজলী দেবের বাড়িতে যায় এবং কাজলের মার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের আশ্বাস দিয়ে যান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মৌসুমী পাল, টি সি এফডব্লিউ এর কাউন্সিলর এবং উত্তর জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী রূপালী অধিকারী।প্রতিনিধিদল কাজলি দেবের বাড়িতে গিয়ে সার্বিক ঘটনার খবর নেন এবং প্রকৃত দোষীকে সাব্যস্ত করে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি গিয়ে যান। মহিলা কমিশন কাজলি দেবের মৃত্যুকে নিছক একটা আত্মহত্যা জনিত মৃত্যু মানতে নারাজ। তাই পুলিশ প্রশাসনের দারস্ত হয়ে কাজলি দেবের প্রকৃত বিচার এবং তার মৃত্যুর জন্য যা কিছু দায়ী সাভ্যস্ত করে শাস্তি প্রদানের জন্য কাজ করবেন বলে আশ্বাস দেন। বর্তমানে যৌবনে পা দেওয়া কাজলী দেবের মৃত্যুকে কেউই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারছেন না।কাজলের মা জানান যে মেয়েকে কোনদিন একটা আঘাত পর্যন্ত করেননি সেই মেয়ে কিভাবে তার স্বামীর ঘরে শুধু একটা পরকীয়ার প্রতিবাদ করায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল তা তার ঘর এবং তার শ্বশুরবাড়ি সহ জীবনকে নিঃস্ব করে দিল। এই ঘটনার একটি প্রকৃত বিচার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। না হলে ঘরে ঘরে কাজলীর মতো নিরাপরাধ মেয়েরা দিনের পর দিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে এবং সামাজিক অবক্ষয় অব্যাহত থাকবে। তাই সামাজিক অবক্ষয় রুখতে এবং কাজলীর মত মেয়েদের জীবন বাঁচাতে কাজলের মৃত্যুর জন্য দায়ী কে বা কারা তাদের সঠিক শাস্তি প্রদান করা হোক।

মৃত ২ আহত ২০

● প্রথম পাতার পর

যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ট্রেনগুলি হাওড়া স্টেশনে আসার কথা ছিল। তবে নির্ধারিত সময়ের থেকে কমপক্ষে ছ’-সাত ঘণ্টা দেরিতে ঢুকবে হাওড়ায়

সুদীপের

● প্রথম পাতার পর

রিয়াং এর বড় ভাইয়েরকে সরকারি চাকরি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

মঞ্চের সাথে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ করেন।
পর্বতী সময়ে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছে এস ডি পিও সহ এডিশনাল এসপি এবং তাঁরা পরিবারের সদস্যদের সাথে কথাবার্তা বলেন। পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

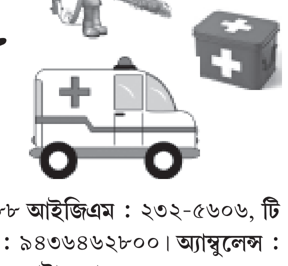

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পঞ্চায়েত নির্বাচন কে কেন্দ্র করে ফটিকরায় বিধানসভায় বাড়ি বাড়ি প্রচার বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৩০ জুলাই: ত্রিস্তর পঞ্চায়ত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রচারে ঝড় তুলেছে গেরুয়া শিবির। ফটিকরায় বিধানসভায় বাড়ি বাড়ি প্রচারে নামলেন গ্রাম পঞ্চায়েত, জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীরা। দিনভর প্রচারে মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে সমস্যা সমাধানে প্রতিশ্রুতির বন্যা প্রার্থীদের মুখে।ত্রিপুরায় বেজে গেছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের রণডঙ্কা। আগামী আট আগষ্ট রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য ভোটগ্রহন। এবারে কুমারঘাট ব্লক এলাকায় ৫৩০ টি আসনে অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন। আসন্ন নির্বাচনকে নজরে রেখে ঊনকোটি জেলার সংশ্লিষ্ট ব্লক এলাকায় প্রচারে ঝাঁপিয়েছে শাসক দল বিজেপি।প্রতিদিন সকাল থেকেই দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে প্রার্থীরা বেড়িয়ে পরছেন বাড়ী বাড়ী ভোট চাইতে। মঙ্গলবার ফটিকরায় বিধানসভাধীন মশাউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ডে জনসম্পর্কে বের হন বিজেপি মনোনিত প্রার্থীরা। ভোট প্রচারে গিয়ে গ্রামবাসীদের অভাব অভিযোগ শুনলেন তারা।
বিগত সরকারের সমালোচনা করে তারা প্রতিশ্রুতি দিলেন বিগত পাঁচ বছরে গ্রাম থেকে শহরে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। পুনরায় বিজেপির অধিনে পঞ্চায়েত গঠিত হলে মিটিয়ে দেওয়া হবে গ্রামবাসীদের বর্তমান সমস্যাগুলো। জিলা পরিষদের ১৩ নম্বর তপঃশিলি সংরক্ষিত আসনের বিজেপি প্রার্থী অমলেন্দু দাস জানান, প্রচারে বেড়িয়ে ভালো সাড়া মিলছে গ্রামের মানুষের। গ্রামাঞ্চলে কিছু জীবন্ত সমস্যায় দিন কাটাতে হচ্ছে মানুষকে।
আগামীদিনে সেইসব সমস্যাও নিরসন করার চেষ্টা হবে বলে জানান বিজেপি প্রার্থী। নিজের জয় নিয়েও আশাব্যাক্ত করলেন প্রার্থী। নির্বাচনে নিজেদের জয় হাসিল করতে বর্তমানে রিতিমতো ওভারটাইম খাটছেন শাসক দলীয় প্রার্থী থেকে নেতাকর্মীরা। ভোট আসতেই এলাকায় রাজনৈতিক প্যারেড জমে উঠলেও গনদেবতাদের রায় কার পক্ষে যাবে তা বলবে ভোট ফলাফলই।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১২ নং আসনে বিজেপির প্রার্থীর প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১২ নং আসনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল। তিনি ইতিমধ্যেই প্রথম পর্যায়ের প্রচার শেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রচারে জোর দিয়েছেন।
আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ১২ নং আসনে বি. জে. পি মনোনিত প্রার্থী বিশ্বজিৎ শীল পুরানো আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে গত পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করেছে। এ বছর দল ওনাকে দায়িত্ব দিয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১২ নং আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সভা শেষ করার পর এখন চলছে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার।
ইতিমধ্যে ১৭ টি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের আসনের ভেতর দুটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থীরা। আগামী ৮ ই আগস্ট নির্বাচন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১৫ টি আসনে লড়াই হচ্ছে ত্রিমুখী।প্রচারে গিয়ে বিশ্বজিৎ শীল বলেন, বিরোধী নয় আমাদের লড়াই হচ্ছে নিজেদের ভেতর কে কত বেশি ভোটে জয়লাভ করতে পারে তারই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। যেহেতু আমি এই এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছি ,চেষ্টা করেছি গত পাঁচ বছরে কাজ করার। গত ২৫ বছরের যে কাজ সম্পন্ন হয়নি সেই কাজ করার চেষ্টা করেছি। কাজেই আশা করতেই পারি গণদেবতার রায় আমার পক্ষেই যাবে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

উপর কালভার্ট তৈরী করছে। ফলে বৃষ্টির জল জমে রোপন করা ধানের চারা নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষতি পূরণের দাবিতেই আজ এই অবরোধ করা হয়। আগামী কাল জল নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা হবে বলে ম্যানেজার আশ্বাস দেন। এরপর কৃষকরা অবরোধ তুলে নেয়।

শঙ্কা

● প্রথম পাতার পর

“ওয়ানাডের মেপ্পাডির কাছে বিশাল ভূমিধসের ঘটনায় আমি গভীরভাবে ব্যথিত।’ কেরলের ওয়ানাডে ভূমিধসে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কেরলের ওয়ানাডের প্রাক্তন সাংসদ রাহুল গান্ধী। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাহুল অনুরোধ জানিয়েছেন, ‘আমাদের দেশে গত কয়েক বছরে ভূমিধসের ঘটনার বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। ভূমিধস-প্রবণ এলাকার ম্যাপিং এবং পরিবেশগতভাবে ভঙ্গুর অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্রমবর্ধমান ফ্রিকোয়েন্সি মোকাবেলার জন্য প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য জরুরি প্রয়োজন রয়েছে।’রাহুল গান্ধী এদিন লোকসভায় আরও বলেছেন, ‘মঙ্গলবার ভোরে ওয়ানাড বিধ্বংসী ভূমিধসের কবলে পড়ে। ৭০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। মুন্ডাক্কাই গ্রামটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, প্রাণহানি এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এখনও নির্ণয় করা যায়নি। আমি প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্ধার ও চিকিৎসা সেবার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি। মৃত ব্যক্তিদের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দিতে অনুরোধ করছি, যদি সেই ক্ষতিপূরণ বাড়ানো যায়।’

নিহত এক

● প্রথম পাতার পর

ও চাল বোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত এক,আহত তিনজন। আহতদের মাঝে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহত সকলেই শিলচর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে আট নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের উপর। মুখোমুখি সংঘর্ষে গাড়ি দুটির সামনা পুরোপুরি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় প্রেমতলা দমকল অফিসে। এদিকে স্থানীয়দের সহযোগিতায় ডাম্পার গাড়ির চালক মন্তাজ আলী, ট্রাক গাড়ির চালক মুক্তাদুর হোসেন ও ট্রাক গাড়ির সহ চালক রোহিত আহমেদকে উদ্ধার করে শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দ্রুত আহতদের চিকিৎসা শুরু করেন।অপরদিকে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া ডাম্পার গাড়ির ভেতরে সহ চালক সাজুল ইসলাম আটকে পড়ে। জেসিবি এনে দমকল কর্মী ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া ডাম্পারের ভেতর থেকে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর আহত সহ চালককে উদ্ধার করে শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। শিলচর নিয়ে যাওয়ার পথে ডাম্পার গাড়ির সহ চালক সাজুল ইসলামের মৃত্যু হয়।

দেববর্মা

● প্রথম পাতার পরট

যাওয়ার জন্য নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আরক্ষা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অফিসাররা মঙ্গলবার তার বাড়িতে আসেন। জানা গেছে বুধবার তিনি তেলেঙ্গানার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

সুস্মিতার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে একদিকে যেমন শোকের আবহ তৈরি হয়েছে, পাশাপাশি ব্যাপক গুঞ্জন চলছে। একটা অংশ থেকে অনুমান করা হচ্ছে হয়তো এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পেছনে প্রণয় সংক্রান্ত কিছু থাকতে পারে, যদিও ঘটনার তদন্ত চলছে দাবি পুলিশের।

মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে গণপিটুনি উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশ-জনতার ধস্তাধস্তি

দুর্গাপুর, ৩০ জুলাই (হি.স.): ফের ছেলেধরা সন্দেহে যুবককে গনপিটুনি! এবার এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে গণধোলাই দিল ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যত মারমুখি জনতার সঙ্গে খন্ডযুদ্ধ বেঁধে যায় পুলিশের। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানার নবঘনপুর গ্রামে। গণরোষ থেকে আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে গ্রামে সন্দেহজনক এক যুবককে ঘুরতে দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহবশত তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। যুবকটির কথা-বার্তায় অসঙ্গতি থাকায় প্রথমে চড়-থাপ্পর তারপর দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে গণপিটুনি শুরু করে। খবর চাউর হতে গ্রামের উন্মত্ত জনতা মারমুখি হয়ে ওঠে এবং বাঁশ, লাঠি দিয়ে বেধরক মারধর শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্গাপুর- ফরিদপুর পুলিশ বাহিনী। পুলিশের সামনেই ওই যুবককে বেধড়ক মারধর করতেও দেখা যায়। জনরোষ থেকে ওই যুবককে উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে চলে ধস্তাধস্তি। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্গাপুর---ফরিদপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতে নিয়ন্ত্রণে আনে। আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে কাঁকসার এগারোমাইলে শিশু সন্তানের চিকিৎসা করাতে যাওয়া এক পিতাকে ছেলেধরা সন্দেহে নির্মমভাবে মারধর করে এলাকাবাসী। পরে পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। তারপর এদিনের ঘটনায় জন সচেতনতায় প্রশ্ন উঠেছে। সন্দেহজনক হওয়ার পর ওই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে না দিয়ে আইন হাতে নিল কেন গ্রামবাসীরা? যদিও বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ। পুলিশ জানিয়েছে,’আক্রান্ত যুবক উখড়ার বাসিন্দা। পরিবারের দাবি যুবকটি মানসিক ভারসাম্যহীন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।’

অসমের শদিয়া থেকে ১২ বছরের বালককে অপহরণের অভিযোগে অরুণাচল প্রদেশে গ্রেফতার দুই

ইটানগর (অরুণাচল), তিনসুকিয়া (অসম) ৩০ জুলাই (হি.স.) : উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত শদিয়া থেকে ১২ বছরের এক বালককে অপহরণের অভিযোগে অরুণাচল প্রদেশে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশ। গ্রেফতারকৃত দুজনেই অরুণাচল প্রদেশের স্থানীয় (অরুণাচলি) বাসিন্দা নাজুসো তামাই এবং গোবিন তামাং বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। উভয়েই নাকি একাধিক অপরাধের সাথে জড়িত। এরা জাত-ক্রিমিন্যাল, জানিয়েছেন তেজু থানা কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত গত ২২ জুলাই স্কুল থেকে ফেরার পথে শদিয়ার চুনপোরা উদয়পুর গ্রামের জনৈক নরবাহাদুর ছেত্রীর ১২ বছরের ছেলে রোহিত বাহাদুর ছেত্রীকে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় অপহরণ করেছিল দুষ্কৃতীরা। তার মুক্তিপণ বাবদ ২৫ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের ফোন করে দুষ্কৃতীরা হুমকি দিয়েছিল, দাবিকৃত ২৫ লক্ষ টাকা না দিলে তাদের ছেলেকে হত্যা করা হবে।
ঘটনার পর রোহিত বাহাদুর ছেত্রীর বাবা এবং গ্রামের মানুষ সম্মিলতভাবে শদিয়া পুলিশের দ্বারস্থ হন। তাঁরা অক্ষত অবস্থায় রোহিতকে উদ্ধারের আর্জি জানান। আর্জি জানানো হয় অসমের পুলিশ-প্রধান জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিংকেও। ডিজিপির নির্দেশে তিনসুকিয়ার পুলিশ সুপার অরুণাচল প্রদেশ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।
অবশেষে শদিয়া আঞ্চলিক গোর্খা ছাত্র ইউনিয়নের সহযোগিতায় অরুণাচল প্রদেশের তেজু থানার পুলিশ রোহিত বাহাদুর ছেত্রীকে উদ্ধার করতে অভিযানে নামে। যৌথ অভিযানে তেজুর একটি জঙ্গল থেকে নাজুসো তামাই এবং গোবিন তামাংকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে এখনও পুলিশ অপহৃত রোহিত বাহাদুরের সন্ধান পায়নি। ধৃত দুই সন্দেহভাজন অপহরকারীকে টানা জেরা করে রোহিতের অবস্থান সম্পর্কে জানতে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তেজু পুলিশ।

বাংলা ভাগ ইস্যুতে বিধানসভা অধিবেশনে প্রস্তাব আনছে তৃণমূল

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি.স.): বিধানসভার অধিবেশনে সরকারের তরফে বাংলা ভাগ নিয়ে অনাস্থা প্রস্তাব। আগামী সোমবার (৫ আগস্ট) এই নিয়ে আলোচনার জন্য দু ঘন্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। মঙ্গলবার পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিকদের এই বিষয়ে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিরোধী দলের অবস্থান জানা দরকার।
উল্লেখ্য, এই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সাংসদ ও বিধায়কদের মধ্যেই এ নিয়ে ভোটাভুটি হোক সংসদ ও বিধানসভাতে। এতে শাসক ও বিরোধীদের মতামত যেমন জানা যাবে, তেমনই রাজ্যবাসী তথা নাগরিকদের কাছে বিরোধী দলের এ নিয়ে অবস্থানও পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কেরা এ নিয়ে নানা সময়ে মত প্রকাশ করেছেন। এই অবস্থায় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, দলগত অবস্থান ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার। এই নিয়ে বাম আমলেও রাজ্য পৃথক করার জন্য বিভিন্ন সময়েই যে সমস্ত দাবি উঠেছে তা নিয়ে শাসক-বিরোধী আলোচনা হয়েছে বিধানসভায়। এ রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস-এর শাসনকালেও গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এই নিয়ে বিধানসভার অধিবেশনে পারস্পরিক সহযোগিতা রক্ষা করা নিয়েও চর্চা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই পর্বে উপস্থিত থাকবেন। বিরোধী দলের বক্তব্য এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ। আর তা রেকর্ড করা হবে এই অধিবেশনেই। প্রয়োজনে ভোটাভুটি হবে। এদিন বিধানসভায় কার্যকরী উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে এই মর্মে চূড়ান্ত হয়েছে সিদ্ধান্ত। গৃহীত সিদ্ধান্ত অধ্যক্ষ জানান। এরপর পরিষদীয় মন্ত্রী তা সংবাদমাধ্যমের সামনে জানিয়েছেন।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

পরে নাবালিকা শিশুকন্যাটি আর দেরি না করে গোটা ঘটনাটি তার মাকে জানায়। ধর্ষিতা সুকন্যাটির মা স্বামীর জঘন্য ঘটনার কথা স্থানীয় এলাকাবাসীদের জানায়। অবস্থার বেগতিক বুঝতে পেরে অভিযুক্ত পাষণ্ড বাবা পালিয়ে যায়। পর্রবতী সময়ে ধর্ষিতা নাবালিকা শিশু কন্যার মা তার মেয়েকে স্থানীয় এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানায় অভিযুক্ত বাবার বিরুদ্ধে লিখিত আকারে শ্লিলতাহানী এবং ধর্ষণের মামলা দায়ের করে। পুলিশ তাদেরকে আশ্বাস্ত করে গোটা ঘটনাটি তদন্ত অনুসারে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।এদিকে ধর্ষিতা নাবালিকা শিশু কন্যাটির সহ তার মা অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা, গহনা হাতিয়ে শ্যালিকার সঙ্গে সহবাসের অভিযোগে ধৃত সিপিএম নেতা

দুর্গাপুর, ৩০জুলাই (হি.স) : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা ও সোনার গহনা হাতিয়ে শ্যালিকার সঙ্গে দিনের পর দিন সহবাস! বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শ্যালিকাকে ডেকে পুনরায় শারিরিক নির্যাতন, মারধরের অভিযোগ উঠল গুনধর সিপিএম নেতা জামাইবাবুর বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত, নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেফতার করল অভিযুক্ত সিপিএম নেতাকে। আর তাতেই চরম অস্বস্তিতে পড়ল শিল্পাঞ্চল সিপিএম নেতৃত্ব। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর সগড়ভাঙা মুসলিম পাড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত জামাইবাবুর নাম সেখ মতলব আলি, দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার সগড়ভাঙা মুসলিম পাড়ার বাসিন্দা। দুর্গাপুর পূর্ব ২-এর সিপিএম এরিয়া কমিটি এবং কৃষকসভার জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। রবিবার রাতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সোমবার তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর জামিন খারিজ করে দু”দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনায় জানা গেছে মতলব আলি যে এলাকায় থাকেন সেখানেই বিয়ে হয় তাঁর। নির্যাতিতা শ্যালিকার বিয়ে হয়েছিল বীরভূমের দুবরাজপুরে। নয় বছর আগে তাঁর স্বামী মারা যায়। অভিযোগ, তার পর থেকেই মতলব আলির নজর পড়ে শ্যালিকার ওপর। গোড়ার দিকে নানাভাবে সাহায্য করে মনজয় করে শ্যালিকার। তারপর থেকে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে শুরু করে মতলব। অভিযোগ বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেশ কয়েকবার সহবাসও করেন ওই সিপিএম নেতা। সগড়ভাঙা এলাকায় নিজের বাড়ি মেরামতির জন্য শ্যালিকার কাছ থেকে ৪ ভরি সোনার অলঙ্কার নেন। নির্যাতিতা শ্যালিকা জানান, ’ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় জমি বিক্রি করে ১৫ লাখ টাকা দিয়েছিলাম। ৪ ভরি গহনা নিয়েছে। এসবের পর নয় বছর পেরিয়ে গেলেও বিয়ে করেননি তিনি। ফেরত দেননি টাকা ও সোনার গহনা। গত কয়েকমাস ধরেই সেই সোনার গহনা, টাকা ফেরত চাইছিলাম। রবিবার সোনার গহনা ফেরত দেওয়ার নামে দুর্গাপুরের বাড়িতে ডাকেন মতলব আলি। সেখানে ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে আবারও নোংরামি করার চেষ্টা করে। তখনই চিৎকার শুরু করি। চিৎকার শুনে আমার ছেলে ছুটে আসে। তারপর আমাদের মতলব আলি, আমার দিদি মারধর শুরু করে।’ নির্যাতিতা মহিলা আরও বলেন,’ রবিবার বিকালে সুবিচারের দাবিতে দুর্গাপুরের কোকওভেন থানায় মতলবের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। আমার দেওয়া টাকা ও গহনা ফেরত দিক মতলব। আমার ওপর যে নির্যাতন করেছে, তার শাস্তির দাবি জানিয়েছি।’ এদিকে অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার রাতেই বাড়ি থেকে মতলবকে গ্রেফতার করে কোকওভেন থানার পুলিশ। সোমবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রশ্ন করা হলে ধৃত মতলব বলেন,’ ষড়যন্ত্রের শিকার। ফাঁসানো হয়েছে।’ সাগড়ভাঙা এলাকার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার সুনীল চট্টোপাধ্যায় বলেন,’ বাম জামানায় দাপট ছিল মতলবের। তাদের যে এত কেচ্ছা নোংরা চরিত্র, মানুষ তাই সিপিএমকে অনেক আগেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।’ সিপিএমের দুর্গাপুর পূর্ব ২ নং এরিয়া কমিটির সম্পাদক সিদ্ধার্থ বোস বলেন,’ এটা পারিবারিক ঘটনা। সম্পূর্ন পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক রঙ চড়ানো হচ্ছে। এই ঘটনায় মতলব আলি যুক্ত নয়। এটার পিছনে রাজনৈতিক অভিঃসন্ধি আছে। তাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমরা আইনগতভাবেলড়ব।’পুলিশ জানিয়েছে, ’গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।’

ডিটিপিএ-র আসন্ন বার্ষিক অধিবেশন নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন কর বিশেষজ্ঞদের

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি. স.) : ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস প্রফেশনাল এসোসিয়েশন (ডিটিপিএ)-র বার্ষিক সম্মেলন ৩ আগস্ট হতে চলেছে কলকাতার একটি নামী হোটেলে। তার আগে সেই সমাবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন হয়ে গেল কলকাতা প্রেস ক্লাবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিটিপিএ-র প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি এবং অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ ট্যাক্স প্র্যাক্টিশনার্স---এর জাতীয় সভাপতি নারায়ণ জৈন। পাশাপাশি, উপস্থিত ছিলেন কর বিশেষজ্ঞ তথা ডিটিপিএ-র সভাপতি রাজেশ আগরওয়াল, ডিটিপিএ-র সাধারণ সম্পাদক মহেন্দ্র আগরওয়াল, কনফারেন্স কমিটির চেয়ারম্যান এন. কে. গয়াল, আইনজীবী পরস কোছার প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।
নারায়ণ জৈন এদিন বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক রাজ্যে বিভিন্ন কারণে আয়কর দাখিলে সমস্যা হচ্ছে। তা সে বন্যাবিধ্বস্ত বিভিন্ন রাজ্য থেকেই হোক বা ভূমিধসে বিপর্যস্ত একাধিক রাজ্যে। পাশাপাশি আয়করের পোর্টাল ও সফটওয়ার খুবই ধীরগতিতে কাজ করায় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন আয়করদাতারা। তাই আয়করদাতাদের সুবিধার্থে আয়কর জমা দেওয়ার সময়সীমা যাতে ৩১ জুলাই থেকে বাড়িয়ে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত করা হয়, তার জন্য দিল্লিতে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস-এর চেয়ারম্যানের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে সংগঠন (অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ ট্যাক্স প্র্যাক্টিশনার্স)-এর তরফে। এছাড়াও নারায়ণ জৈন বলেন, ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস প্রফেশনাল এসোসিয়েশন ১৯৮২ সালের ২৮ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন এই সংগঠনের প্রায় ১৯০০ জন সদস্য আছেন। চলতি বছরেই সদস্য সংখ্যা দুহাজার করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।
পাশাপাশি, সংগঠনের তরফে জানানো হয়, ৩ আগস্ট আসন্ন বার্ষিক অধিবেশনে প্রায় ৪৫০ জন কর বিশেষজ্ঞ হাজির থাকবেন। শুধু রাজ্যের কর বিশেষজ্ঞরাই নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের একাধিক কর বিশেষজ্ঞ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। সম্মেলনে দুটি পর্যায়ে হবে প্রায়োগিক সমাবেশ। ওই অধিবেশনে কর ব্যবস্থা সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হবে বলে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে।

াঙ্গন

দিল্লিতে জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ১৪ সদস্যের ত্রিপুরা দল অংশ নিচ্ছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।আগামী ২ থেকে ৪ আগস্ট, নিউ দিল্লির তাল কোটরা ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অল ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্টস কাপ ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪। এখানে উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতা ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অর্থাৎ কে আই ও দ্বারা অনুমোদিত ন উক্ত ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন-ই বর্তমানে ওয়ার্ল ক্যারাটে ফেডারেশন দ্বারা স্বীকৃতি প্রাপ্ত একমাত্র সর্বভারতীয় পর্যায়ের ক্যারাটে খেলার প্রকৃত জাতীয় সংস্থা। উক্ত ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ১৪ সদস্যক ত্রিপুরা ক্যারাটে টিম অংশ নিতে যাচেছ।অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা হল: অদ্রিত রায় ভট্টাচার্য, ইভা দেববর্মা, বহ্নি শিখা চক্রবর্তী, হ্যাপি মিশ্র, সুইটি দে, সাথী নাথ, সুপ্রিয়া সিনহা, তৃষিতা পাল, মোনালিসা সিনহা, পৌলমী পাল, প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ, ফ্রাঞ্চিস ডার্লং। কোচ সুজিত শীল ও দেবজিৎ দে। আজ, মঙ্গলবার উক্ত ক্যারাটে টিম আগরতলা থেকে রেলপথে নিউ দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। রাজ্য সংস্থার তরফ থেকে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যদের প্রতি শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানানো হয়েছে।

অলিম্পিক সফরে ত্রিপুরায় ক্রীড়া বিষয়ক আলোচনা

প্যারিস, ৩০ জুলাই।। মঙ্গলবার প্যারিসে নর্থইস্ট স্পোর্টস এসোসিয়েশনের সচিব তথা মেঘালয়ের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, জন এফ খারশিং- এর সঙ্গে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় একটি আলোচনা সভায় অংশ নেন।উক্ত সভায় আগামী ২০২৬ এ ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নর্থইস্ট গেমস নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়, যা নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার আগেই সম্মতি জানিয়েছিলেন। উক্ত সভায় নির্ধারিত হয় যে আগামী মাসের শেষের দিকে নর্থইস্ট অলিম্পিক এসোসিয়েশনের একটি পর্যবেক্ষক দল ত্রিপুরায় আসবেন এবং সার্বিক পরিস্থিতি ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামো সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করবেন। এ নিয়ে ক্রীড়া সংগঠক তথা ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় খুব আশাবাদী, যে এই নর্থইস্ট গেমস ত্রিপুরার খেলাধুলার সার্বিক মান উন্নয়নের পাশাপাশি খেলোয়াড় এবং প্রতিযোগীদের উদ্বুদ্ধ করবে। প্যারিস থেকেই সুজিত রায় এ খবর বিস্তারিত জানিয়েছেন।

বি-ডিভিশন লীগ ফুটবলে আজ নবোদয়-স্কাইলার্ক, মৌচাক-স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পাওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছে রয়েছে নবোদয় সংঘের। খেলা আগামীকাল। প্রতিপক্ষ স্টাইলার্ক ক্লাব। বেলা দুইটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বি-ডিভিশন লীগ ফুটবলের ১৩ তম ম্যাচ। উল্লেখ্য, পরপর তিনটি ম্যাচে যথাক্রমে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কাছে তিন গোলে, বীরেন্দ্র ক্লাবের কাছে ১-৬ গোলে এবং কল্যাণ সমিতির কাছে দুই-পাঁচ গোলে হেরে নবোদয় অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। যদিও স্কাইলার্ককে কিন্তু এখনও পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়নি। প্রথম দুটি ম্যাচে যথাক্রমে এনএসআরসিসি কে তিন গোলে এবং পুলিশ আর সি কে ন্যূনতম গোলে হারিয়ে ডাবল জয়ের পর তৃতীয় ম্যাচে মৌচাকের সঙ্গে এক-এক গোলে ম্যাচ ড্র করতে হয়েছিল।

আগামীকাল অবশ্যই লক্ষ্য রয়েছে জয়ে ফেরার।

আগামীকাল বিকেল চারটায় দিনের দ্বিতীয় খেলায় মৌচাক খেলবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বিরুদ্ধে।

দু-দলের কাছেই এটি চতুর্থ ম্যাচ। মৌচাক পরপর তিন ম্যাচে প্রতিপক্ষের সঙ্গে ড্র করে মজাদার ড্র-য়ের হ্যাটট্রিক এর মধ্য দিয়ে এক-এক করে ৩ পয়েন্ট পেয়ে অনেকটা ভাগ্য বিড়ম্বনায় ভুগছে। অপরদিকে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল টানা তিন ম্যাচে জয় ছিনিয়ে তথা জয়ের হ্যাট্রিকের মাধ্যমে ৯ পয়েন্ট পেয়ে তালিকায় এককভাবে শীর্ষে অবস্থান করছে। নবোদয়কে তিন গোলে, কল্যাণ সমিতিকে ৪-২ গোলে এবং বীরেন্দ্র ক্লাবকে ৩-০ গোলে হারানোর পর আগামীকালও ইচ্ছে রয়েছে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার।

অলিম্পিক সফরগামী ড় কৃষ্ণেন্দু ধরকে শুভেচ্ছা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা থেকে আরও একজন ফ্রান্সের প্যারিসে অলিম্পিক সফরে যাচ্ছেন। ওয়ার্ল অ্যাথলেটিক লেভেল ওয়ান টেকনিক্যাল অফিসিয়াল তথা ত্রিপুরা অ্যাটলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারি ড় কৃষ্ণেন্দু ধর আগামী ১ আগস্ট প্যারিস সফরে যাচ্ছেন। মূলতঃ লক্ষ্য রয়েছে এবারকার ৩৩ তম অলিম্পিক আসরে অ্যাথলেটিক্স ইভেন্ট সমূহের কিছু বিশেষ অংশ স্বচক্ষে দেখা এবং বিশেষ কিছু বিষয় অবগত হওয়া। ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজ, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এনএসআরসিসি-তে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ড় কৃষেণ্ন্দু ধর কে শুভেচ্ছা জানানো হয়। মূলতঃ ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে উনার এই পেরির সফর অর্থাৎ অলিম্পিক সফর প্রভূত প্রয়োজনে আসবে বলে উপস্থিত আধিকারিক এবং কর্মকর্তারা আশা ব্যক্ত করেছেন। সংস্থার পক্ষ থেকে ওনাকে উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক এবং স্মারক উপহারে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

একই সঙ্গে উনার মাধ্যমে ত্রিপুরা থেকে ভারতীয় সমস্ত অ্যাথলেটদের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা বার্তাও পাঠানো হয়েছে।

রেফারি নিগ্রহের দায়ে ঝুটনকে সাসপেন্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মাঠের বাইরে হলেও রেফারিকে নিগৃহীত করার দায়ে বি ডিভিশন লীগের বীরেন্দ্র ক্লাবের গোল রক্ষক ঝুটন দেব কে দুই বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। টিএফএ-র লীগ সাব কমিটির জরুরী বৈঠকে আজ, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পাশাপাশি বীরেন্দ্র ক্লাবকে উদ্দেশ্য করে চিঠি প্রদান করা হবে যাতে করে বীরেন্দ্র ক্লাব তার খেলোয়াড়দের এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য।

এদিকে, বীরেন্দ্র ক্লাব থেকে এক আবেদনের ভিত্তিতে আগামী ৮ আগস্ট এর বি ডিভিশন লিগ ম্যাচটি পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ১৩ আগস্টে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ম্যাচে খেলার পর রেফারি টিংকু দে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে বীরেন্দ্র ক্লাবের সম্মুখে নিগৃহীত হয়েছিল। এ বিষয়ে উপযুক্ত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার ভিত্তিতেই আজ লীগ সাব কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রগতি প্লে সেন্টারের প্র্যাকটিস জোর কদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।প্রগতি মাঠে নিজেদের মধ্যে এক প্র্যাকটিস ম্যাচ হলো মঙ্গলবার। এতে অনূর্ধ ১৩ এবং ১৫ বছরের ক্রিকেটারদের মিলিয়ে দল গঠন করা হয়। ম্যাচে প্রগতি এ দল প্রথম ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৭৩ রান। ব্যাট হাতে দলের হয়ে দিপজ্যোতি বণিক সর্বাধিক ৫৭ রান করে নট আউট থাকে।

এছাড়া শ্রেষ্ঠাংশু দেব ২০, প্রাঞ্জল দাস ১৪, অনিকেশ বিশ্বাস ১৬ রান করে। বোলিংয়ে আয়ুষ্মান একাই ৫টি উইকেট নেয়। এছাড়া রাহুল মিয়া একটি উইকেট নেয়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে প্রগতি বি দল জয়ের জন্য ১৭৪ রান হাসিল করে নেয়। বিজয়ী দলের হয়ে রাহুল মিয়া ৪৫, ইয়াস দেববর্মা ২৮, উদিত্য ২০ রান করে। বেশ জমজমাটই হলো ম্যাচটি।

কার্যত, প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট শুরুর আগে এ ধরনের প্র্যাকটিস ম্যাচের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

ভারতের জার্সিতে আর খেলবেন না বোপান্না, কেরিয়ার নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট

প্যারিস, ৩০ জুলাই (হি.স.): অলিম্পিকে পুরুষদের ডাবলসে হেরে গিয়ে রোহন বোপান্না বলেছেন, ভারতের জার্সিতে আর খেলবেন না। অলিম্পিকে হেরে বিদায় নিলেও, বোপান্না তাঁর টেনিস কেরিয়ার নিয়ে সন্তুষ্ট। বোপান্না বলেছেন, ”দেশের হয়ে এটাই আমার শেষ ম্যাচ। আমি আর যে কদিন টেনিস খেলব, খেলাটাকে উপভোগ করব।” সেই সঙ্গে বোপান্না বলেছেন, ’দুদশক ধরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করব এটা আমি কোনও দিন ভাবিনি। এর জন্য আমি অত্যন্ত গর্বিত।” পুরুষ ডাবলসের প্রথম রাউন্ডেই হেরে গিয়েছে ভারতীয় দল। তার পরেই আন্তর্জাতিক টেনিস থেকে অবসর নিলেন রোহন বোপান্না। জানালেন, ভারতের জার্সি গায়ে আর তাঁকে দেখা যাবে না।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আজ অসুস্থতা জনিত কারণে চিকিৎসারত রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ ও বি.আর.আম্বেদকর টিচিং হাসপাতালের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডঃ প্রমথেষ রায় মহোদয়ের শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।।

উত্তর জেলা হাসপাতালে শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দাবি জনগণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ জুলাই: উত্তর জেলা হাসপাতালের উপর ধর্মনগর পানিসাগর কদমতলা সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ নির্ভরশীল। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় তিন বছর যাবত এই হাসপাতালে কোন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ নেই। তাই সামান্য কিছুতেই মানুষকে বহিরাজ্যে যেমন করিমগঞ্জ শিলচর মাকুন্দা ন্যূনতম কৈলাসহরে ছুটে যেতে হয়।

সমস্ত ধরনের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এই জেলা হাসপাতালে থাকলেও কোন ধরনের শিশুর রোগ বিশেষজ্ঞ নেই। মাঝে প্রায় তিনমাসের মত বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং শিশুর বিশেষজ্ঞ অমিতাভ বৈদ্য ডেপুটেশনে ছিলেন কিন্তু তিনিও চলে যাওয়ার পর সম্পূর্ণ খালি অবস্থায় এবং বহিরাজ্যে চিকিৎসকদের উপর নির্ভর করে এই জেলার চিকিৎসা ব্যবস্থা এগিয়ে চলেছে।

প্রতিদিন শিশুরা অসুস্থ হচ্ছে তাদের চিকিৎসা করতে হচ্ছে সাধারণ ডাক্তারদের দিয়ে কোন ধরনের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার না থাকায় অনেক অভিভাবক প্রকৃত চিকিৎসা হচ্ছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তাই যাদের আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে তারা সাথে সাথে নিজ শিশুর যত্নের জন্য বহি রাজ্যে পাড়ি জমাচ্ছে একজন ভালো শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়ার জন্য।কিন্তু রাজ্যের গরিব যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেইসব মানুষদের কথা ভেবে। তাদের পক্ষে যখন ইচ্ছা তখন টাকা যোগাড় করা সম্ভব নয় এবং বহি:রাজ্যে গিয়ে নিজেদের শিশুদের সঠিক পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না। অবিলম্বে এই হাসপাতালে একজন শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রদান করা হোক তবে উত্তর জেলার জনগণের।

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩০ জুলাই: পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাকমুহুর্তে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার।

ঘটনার বিবরনে জানাযায় মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলায় শান্তির বাজার মহকুমার বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পিছনে এক অঞ্জাত পরিচয় ব্যক্তির পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

পঁচা গলা মৃতদেহের দুর্ঘন্ধ স্থানীয় এলাকায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায় বলে জানা যায়। মৃতব্যক্তির পরিচয় জানতে ও মৃত্যুর কারন জানতে মাঠে নেমেছে পুলিশ। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাকমুহুর্তে মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্রকরে সমগ্র এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

লেইক চৌমুহনী বাজার পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: দীর্ঘদিন যাবৎ লেইক চৌমুহনী বাজারে অবৈধভাবে কিছু দোকানদারীরা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।অবৈধ ও বেআইনি দখলদারদের আগামী ৩ দিনের মধ্যে জায়গা দখলমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।আজ আগরতলা লেইক চৌমুহনী বাজার পরিদর্শনে গিয়েছেন মেয়র দীপক মজুমদার। এদিন উপস্থিত ছিলেন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব ও দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগন ও প্রশাসনের আধিকারিকগন ও ১৯-নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর ভাস্বতী দেববর্মা।

পরিদর্শন শেষে মেয়র সাংবাদিকেদের মুখোমুখি হয়ে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই বাজারে অবৈধভাবে দোকানদারী করে চলেছেন। বেআইনিভাবে চলাচলের রাস্তা দখল করে দোকান নির্মাণ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে কিছু ব্যবসায়ী। পাশাপাশি এই বাজারের আশেপাশের জায়গাগুলো নোংরা কারখানায় পরিনত হয়ে আছে। তা প্রতিনিয়ত এলাকার মানুষের অভিযোগ করে করছেন। এদিন তিনি পরিদর্শনকালে অবৈধ ও বেআইনি দখলদারদের ৩ দিনের মধ্যে জায়গা দখলমুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছন। অন্যথা প্রসাশনের তরফ থেকে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন।

নিয়মিতকরণের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: নিয়মিতকরণের দাবিতে আজ আইজিএম হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অনিয়মিত কর্মীরা।

তাঁদের বক্তব্য, গত ৩০ বছর ধরে অনেকে অনিয়মিত কর্মী হিসেবে আইজিএম ও জিবি হাসপাতালে নিযুক্ত আছেন। তৎকালীন সময়ে রাজ্য সরকার থেকে জানানো হয়েছিল ১০ বছর অতিক্রান্ত হলে তাদের নিয়মিত করা হবে। কিন্তু, এখনো পর্যন্ত তাঁদের নিয়মিত করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছে না সরকার। একাধিক বার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করা হলেও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। পরিশ্রমের যর্থাথ মজুরি না পাওয়ার ফলে তাঁরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিতকরণের দাবি জানিয়ে আসলেও তাদের দাবি পূরন করা হচ্ছে না। কিছুদিন পূবে স্বাস্থ্য দপ্তরের নোটিশে জানানো হয়েছিল অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিতকরণে কেনো পলিসি নেই। তাই নোটিশের বিরুদ্ধে আজ সরব হয়েছেন।

বিদ্যুৎ দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে লাইনম্যানদের প্রশিক্ষণ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: বিভিন্ন সময়ে বিদ্যুৎ জনিত সমস্যার দ্রুত সমাধানে যারা সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখেন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজে প্রধান ভূমিকায় থাকেন তারা হলেন লাইনম্যান এবং হেল্পার। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে সুরক্ষা জনিত বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করেই লাইন মেরামত করতে গিয়ে লাইনম্যান এবং হেলপাররা দুর্ঘটনাগ্রস্থ হন। ইতিপূর্বে এরকম বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এর থেকে নিস্তার পেতে লাইনম্যান এবং হেলপাররা যাতে সুরক্ষাবিধি মেনে চলেন, আবার দ্রুত লাইন মেরামতের কাজও করা যায়, এ নিয়ে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। এই ইনস্টিটিউটের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় কার্যালয়ের তরফে আগরতলায় শহীদ ভগৎ যুব আবাসে ত্রিদিবসীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল দশটায় ভগৎ সিং যুব আবাসে এই কার্যক্রমের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কার্যালয়ের অধিকর্তা ডঃ রোহিত ভার্মা। ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশনের কোম্পানি সেক্রেটারি অলক শ্রীবাস্তব, ডিজিএম কর্পোরেট শিশির দেববর্মা এবং ডিজিএম সেফটি রাজেন্দ্র দেববর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এই শিবিরে গোটা রাজ্য থেকে বাছাই করা ৩০ জন লাইনম্যান এবং হেলপার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণে এসেছেন। এনপিটিআই এর অধিকর্তা রোহিত ভার্মা জানিয়েছেন , গোটা দেশে একযোগে কুড়ি হাজার লাইনম্যানের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। লাইনম্যানদের সুরক্ষায় এনপিটিআই এই উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি জানান, এই প্রশিক্ষণে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে কিভাবে বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত করা যায় এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। পাশাপাশি সুরক্ষা বিধির বিষয়টি যাতে একান্তভাবেই মেনে চলা হয় এ বিষয়টিও নিশ্চিত করা হবে।

৫ দফা দাবিতে শিক্ষা দপ্তরে ডেপুটেশন এনএসইউআই - র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া সহ ৫ দফা দাবিতে সরব হয়েছে এনএসইউআই। আজ রাজধানীর অফিস লেনস্থিত শিক্ষা ভবনে উচ্চশিক্ষা অতিরিক্ত অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশনে প্রদান করা হয়েছে।

কংগ্রেস নেতা আমির হোসেন জানিয়েছেন,রাজ্যের সবকটি কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু বিভিন্ন কলেজগুলোতে ভর্তি নিয়ে চলছে তালবাহানা। রাজ্যের অনেক ছাত্র ছাত্রীরা কলেজে ভর্তি হতে পাচ্ছে না।তাই আজ রাজধানীর অফিস লেনস্থিত শিক্ষা ভবনে উচ্চশিক্ষা অতিরিক্ত অধিকর্তার কাছে এনএসইউআই-এর পক্ষ থেকে ডেপুটেশনে প্রদান করা হয়েছে।সংগঠনের দাবি, অতিসত্বর ছাত্র ছাত্রীদের কলেজে ভর্তির সুযোগ প্রদান করা, কলেজ কম্পাসে চাঁদাবাজি পরিবেশ মুক্ত করা সহ ৫ দফা দাবি জানিয়েছে।

কল্যাণপুরে বিজেপির ব্যাপক ভোট প্রচার অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩০ জুলাই: কল্যাণপুরে মোট ১৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ১৪৬ টি আসনের মধ্যে ১৩৩ টি আসনে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছে। একই সাথে কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির ১১ টি আসনে ও তারা জয়ী হয়েছে।

কল্যাণপুরে খোয়াই জিলা পরিষদ এর যে তিনটি আসন রয়েছে সেই আসন গুলোতে ভোট হবে। তার জন্য মরিয়া হয়ে প্রচারে নেমেছে বিজেপি। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীর নেতৃতে প্রায় প্রতিদিন হচ্ছে সভা। এক ইঞ্চি জমিও বিজেপি বিরোধীদের ছাড়তে নারাজ। এই তিনটি জিলা পরিষদ আসনের মধ্যে নজর কাড়া কেন্দ্র হলো ৮ নাম্বার আসনটি। কারণ এই কেন্দ্র থেকে এবার লড়াই করছেন পূর্বতন কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল। সম্ভবত এবার জয়ী হলে তিনিই খোয়াই জিলা পরিষদের বাগডোর সামলাবেন।

কারণ খোয়াই জিলা পরিষদ এর সভাধিপতি আসনটি এবার মহিলা সংরক্ষিত। ভোট জেতার লক্ষে রাজীব পাল সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোট প্রার্থনার উপর। বাড়ী বাড়ী ভোট প্রচারে গিয়ে তিনি সরকার এর উন্নয়ন মূলক কাজ গুলো সাধারণ মানুষ এর মধ্যে তুলে ধরছেন। মঙ্গলবার ও রাজীব পাল পূর্বতন পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান সোমেন গোপ, বিজেপি মন্ডল নেতৃত্ব সরস্বতী গোপ, শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ স্বদেশ শীল দের নিয়ে ঘিলাতলী পঞ্চায়েত এর ৫ ও ৩ নাম্বার ওয়ার্ড এ যান বাড়ী বাড়ী। এছাড়া ও কুঞ্জবন পঞ্চায়েত এর ৪ নাম্বার ওয়ার্ড এও যান ভোট প্রার্থনা করতে। এদিকে ৯ নাম্বার এর মিনতি সরকার দাস এবং ৭ নাম্বার এর প্রার্থী রতন কুমার দাসের সমর্থনে জোরদার প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি।বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন কল্যাণপুরে বিরোধী দের জামানত জব্দ হবে। এদিকে তিপ্রা মথার সাথে জোট নিয়ে মতানৈক্য হওয়ায় দ্বারিকাপুর পঞ্চায়েত এবং পশ্চিম দ্বারিকাপুর পঞ্চায়েত এর ১৩ টি ওয়ার্ড এ ভোট হবে।

তিন লক্ষের অধিক গাঁজার চারা ধ্বংস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩০ জুলাই: নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষে যেন কোমড় বেঁধে মাঠে নামলেন কলমচৌড়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার কলমচৌড়া থানার অন্তর্গত মানিক্যনগর পঞ্চায়েতের গভীর জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে প্রায় তিন লক্ষের অধিক গাঁজার চারা ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

এই দিনের অভিযানকালে নেতৃত্বে ছিলেন কলমচৌড়া থানার নবাগত ওসি শ্রী নাড়ু গোপাল দেব,ছিলেন থানার সেকেন্ড অফিসার সৈকত দাস সহ অন্যান্য পুলিশ টিএসআর জোয়ানরা। সকাল ১০:৩০ মিনিট থেকে অভিযান শুরু করে দুপুর ১টা পর্যন্ত অভিযান জারি রেখেছেন বলে জানিয়েছেন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন ওসি বাবু। যদিও বর্তমান সময়টাতে গাঁজা চাষীরা সবেমাত্র চারা গাঁছ রোপনের কাজ করছেন। তবে সব জায়গায় এখনো পর্যন্ত চারা গাছ লাগানো হয়ে উঠেনি। চাষীরা তাদের

নিজস্ব ভিটিতে অসংখ্য চারা গাছ প্রয়োজনের তাগিদে রেখে দিয়েছেন।কিন্তু গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সেই সমস্ত চারা গাছের ভিটিতে হামলা দিয়ে তা ধ্বংস করে দিয়েছেন কলমচৌড়া আরক্ষা প্রশাসনের কর্মীরা এবং সেই ধ্বংসযজ্ঞ অভিযান আগামীদিনেও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন ওসি নাড়ু গোপাল দেব।

বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রচারসজ্জা নষ্ট করার অভিযোগ এনে প্রশাসনের দ্বারস্থ বিজেপি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ জুলাই: মঙ্গলবার ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল বাগবাসা থানায় দ্বারস্থ হয়। এই প্রতিনিধি দলের দাবি হচ্ছে আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির যেসব ফ্ল্যাগ ফেস্টুন বসানো হয়েছে রাতের অন্ধকারে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস দলের কিছু দুস্কৃতিরা ভারতীয় জনতা পার্টি প্রচার সজ্জা নষ্ট করে করে দিচ্ছে। সারাদিন উৎসাহ সহকারে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা তাদের প্রচার অভিযান এবং ফ্লাগ ফেস্টুন দিয়ে বাকবাসা গঙ্গানগর এলাকাকে সাজানোর চেষ্টা করে যায়। যখন ভারতীয় জনতা পার্টির উৎসাহী সদস্যরা রাতে নিজ নিজ বাড়িতে আশ্রয় নেয় তখন বিরোধী দলের দুষ্কৃতীরা তাদের প্রচারসজ্জা নষ্ট করার প্রয়াস চালায়।তাই তাদের উদ্দেশ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যরা জেলা পরিষদের মনোনীত প্রার্থী জয়জিৎ শর্মার নেতৃত্বে এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থীদের নিয়ে বাগবাসা থানায় একটি ডেপুটেশন প্রদান করেন।ডেপুটেশন প্রদান করে জয়জিত শর্মা বলেন যদি বিরোধী দলের সদস্যদের এত বড় ক্ষমতা থাকে তাহলে তারা দিনের আলোতে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রচারসজ্জা নষ্ট করুক। নির্বাচনের বাক্সে লড়াই করুক বিরোধীরা। এভাবেই বিরোধীদের তোপ দাগলেন তিনি।

সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক সাফল্য বিএসএফ জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: অবৈধ অনুপ্রবেশ, মাদকদ্রব্য পাচার সহ বিভিন্ন অবৈধ কাজ রুখতে সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারি রেখেছে বিএসএফ। একের পর এক অভিযানে সাফল্য পাচ্ছে বিএসএফ জওয়ানরা।

২৯ এবং ৩০ জুলাই একাধিক অভিযানে সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বিপুলসংখ্যক গবাদিপশু উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি ৯ লক্ষ ২৮ হাজার ১২৬ টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ গাঁজা এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করেছে। যার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় এবং বাংলাদেশি টাকা ৪৮, ১৪১।

অবিলম্বে টেট পরীক্ষা গ্রহণের দাবি বিএড উত্তীর্ণ বেকার যুবক যুবতীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: টেট পরীক্ষা গ্রহণের দাবিতে শিক্ষা ভবনে টিআরবিটির কাছে দাবি জানালেন বি এড উত্তীর্ণ বেকার ছাত্র-ছাত্রীরা। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাতে টেট উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ ধারণ করেছে। চাকুরী পাওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে টেট উত্তীর্ণ চাকুরী প্রত্যাশী বেকার যুবক যুবতীরা মঙ্গলবার শিক্ষাভবনে টিআরবিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে টেট পরীক্ষা গ্রহণ করার দাবী জানায়। এবিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ নাকি চাকরি প্রত্যাশী বেকারদের জানিয়েছেন সরকারের কাছে এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের তরফে একাধিকবার বলা হয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত কারণে নাকি পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর পর যাতে টেট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পক্ষের কাছে চাকরি প্রত্যাশী বেকার যুবক-যুবতীরা জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

জল সম্পদ দপ্তরে ডেপুটেশন সারা ভারত কৃষক সভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: জলের অভাবে কৃষি জমিগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি না হওয়ায় সেচের উৎসগুলোও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাতে কৃষকরা তাদের কৃষিকাজ শুরু করতে পারছেন না। তাই সেচের পাম্প মেশিনগুলো তাড়াতাড়ি চালু করার দাবিতে সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির তরফ থেকে জল সম্পদ দফতরের ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, রাজ্যে বর্তমানে আমন ঋতু চলছে। কিন্তু জলের অভাবে কৃষি জমিগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে বৃষ্টি না হওয়ায় সেচের উৎসগুলোও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় কৃষকরা তাদের কৃষিকাজ শুরু করতে পারছেন না। কৃষিকাজের উপযুক্ত সময় চলে যাচ্ছে। এটি অবশ্যই একটি কৃষি সংকট। তাই সেচের পাম্প মেশিনগুলো তাড়াতাড়ি চালু করার দাবিতে সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির তরফ থেকে জল সম্পদ দফতরের ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

বৃদ্ধ অসুস্থ পিতার বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ দুই ছেলের বিরুদ্ধে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ মহকুমা শাসকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: আবারো সামাজিক অবক্ষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটলো। বৃদ্ধ অসুস্থ বাবার উপর অমানবিকভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ঘটনা আবারো পরিলক্ষিত হল। জানা গেছে ,আমতলী থানার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এসবি স্কুল সংলগ্ন এলাকার রাজেন্দ্র বিশ্বাসকে গত ২-৩ মাস আগে উনার ছোট ছেলে মন্টু বিশ্বাস মারধর করে এবং কোমর ভেঙ্গে দেয়। তারপর থেকে রাজেন্দ্র বিশ্বাস বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে যান। ওনার স্ত্রীসহ উনার ছেলে অসুস্থ রাজেন্দ্র বিশ্বাসকে ঘরে উলঙ্গ করে বেঁধে রাখে।

স্থানীয় কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত অনুসারে অসুস্থ ও রাজেন্দ্র বিশ্বাসকে ওনার বড় ছেলে তাপস বিশ্বাসের কাছে দিয়ে দেয় সেবা-যত্ন করার জন্য। এই অবস্থায় মঙ্গলবার দুপুরে রাজেন্দ্র বিশ্বাসের বড় ছেলে তাপস বিশ্বাস অসুস্থ বাবাকে উলঙ্গ অবস্থায় নিজ বাড়িতে এনে ফেলে রেখে যায়। ঘটনাটি চাউর হতেই স্থানীয় এলাকাবাসীরা সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা ছুটে আসেন। এই ঘটনার খবর যায় সদর মহকুমা শাসকের কাছে।

সদর মহকুমা শাসকের নির্দেশে ছুটে আসেন বিক্রমনগর এর তহসিলদার এবং আমতলী থানার পুলিশ। মঙ্গলবার আবারও অসুস্থ রাজেন্দ্র বিশ্বাসের এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে সকলেই হতবাক হয়ে যায়। পরে পুলিশকে দেখে তাপস বিশ্বাস ভয়ে নিজের বাবাকে আবার তার বাড়িতে নিয়ে যায়। যতদূর জানা গেছে, এই ঘটনায় বিক্রমনগর তহসিলদার এর পক্ষ থেকে আগামীকাল সদর মহকুমা শাসকের কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। তারপরেই মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

তবে এই ধরনের ঘটনায় গোটা এলাকার মানুষ দাবি তুলছে সমাজে এই ধরনের ঘটনা কখনো মেনে নেওয়া যায় না। রাজেন্দ্র বিশ্বাস সহ উনার দুই ছেলে মন্টু বিশ্বাস এবং তাপস বিশ্বাসের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ। মহকুমা প্রশাসন এই ঘটনায় কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেদিকেই তাকিয়ে আছে গোটা এলাকার মানুষ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।